প্রকৃত ইসলাম ধর্মে আমার প্রথম দিনের ধারাবাহিকতা **3**

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে আমার প্রথম দিন

নতুন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এমন তিনটি মূলনীতির সহজ ব্যাখ্যা যা তার জন্য জানা অপরিহার্য।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে আমার প্রথম দিন

নতুন মুসলিম ব্যক্তির জন্য এমন তিনটি মূলনীতির সহজ ব্যাখ্যা যা তার জন্য জানা অপরিহার্য।

مركز أصول
OsoulCenter

ح جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالربوة ، ١٤٤٦ هـ

أصول ، مركز

يومـي الأول فـي الإسـلام: شـرح مبسـط للأصـول الثلاثـة التـي يجـب علـى المسـلم الجديـد معرفتهـا باللغـة البنغاليـة. / مركـز أصـول - ط ١..- الريـاض ، ١٤٤٦ هـ

٥٠ ص ؛ ١٤.٨ x ٢١ سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١٩٢٦٨

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٥٤٥-٠٧-٢

مركز أصول
Osoul Center
www.osoulcenter.com

- সেন্টার এই প্রকাশনাটি প্রস্তুত করেছে এবং তার ডিজাইন করেছে।
- সেন্টার যে কোনো উপায়ে এই সংস্করণটি মুদ্রিত করার এবং প্রকাশ করার অনুমতি প্রদান করছে, তবে শর্ত হলো এই যে, উৎস উল্লেখ করতে হবে এবং পাঠ্য বিষয়ে কোনো পরিবর্তন করা চলবে না।
- অনুমোদিত মুদ্রণের ক্ষেত্রে, ওসূল সেন্টারের গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।

بسم الله الرحمن الرحيم

অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহর নামে

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রথম মৌলিক বিধান

আপনি যে প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, তিনি কে

13

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় মৌলিক বিধান

আপনি যে ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, সেই ধর্মের নাম কী

21

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের তৃতীয় মৌলিক বিধান

আপনি যে নাবীর নিয়ম পদ্ধতি মোতাবেক প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, তিনি কে

39

সূচনা

সত্য সঠিক ধর্ম কেবলমাত্র প্রকৃত ইসলাম:

প্রকৃত ইসলাম হলো সেই সত্য সঠিক ধর্ম, যে সত্য সঠিক ধর্মকে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ সকল জাতির মানব সমাজের জন্য মনোনীত করেছেন। এই সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম আল্লাহর নিকটে পরিগৃহীত ও স্বীকৃত নয়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الإِسلَامُ﴾ (آل عمران: جزء من الآية ١٩)

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় প্রকৃত ইসলামই হলো আল্লাহর নিকটে এক মাত্র পরিগৃহীত সত্য সঠিক ধর্ম"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ১৯ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَمَن يَبتَغِ غَيرَ الإِسلَامِ دِينًا فَلَن يُقبَلَ مِنهُ وَهُوَ فِي الأَخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾

(آل عمران: ٨٥)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইবে, সে জেনে রাখবে যে, তার কাছ থেকে তা কখনোই পরিগৃহীত হবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা হয়ে চিরস্থায়ী নরকবাসী বা জাহান্নামবাসী হয়েই থাকবে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)।

যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং নিঃসন্দেহে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক নিজের জীবনকে ভালোভাবে পরিচালিত করবে, সে ব্যক্তি এমন সুখময়, মঙ্গলময়, শান্তিময় এবং কল্যাণময় জীবন লাভের পথে পরিচালিত হবে যে, সেই পথ হবে সুস্পষ্ট এবং সেই পথের মাধ্যমে সে এমন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতে তাকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন।

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম নিঃসন্দেহে মানুষকে ইহকাল এবং পরকালে মৃত্যুবরণের পরে সুখময়, মঙ্গলময় এবং সফল ও সার্থক জীবন প্রদান করার জন্য এসেছে। তাই তাকে মহান আল্লাহ পরকালে পরম সুখ ও পরমানন্দের পরম পবিত্র ধাম জান্নাত বা স্বর্গ প্রদান করবেন আর সেখানে সে অনন্তকাল পরম সুখ ভোগ করবে।

আর সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলামের উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা, তার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা এবং তাতে একনিষ্ঠতার সহিত প্রবেশ করা একান্ত কর্তব্য আর তার শিক্ষা মোতাবেক জীবন পরিচালিত করা অপরিহার্য দায়িত্ব। এই একান্ত কর্তব্য আর অপরিহার্য দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা ইহকাল এবং পরকালে সর্বকল্যাণ ও সর্বসুখের অধিকারী হতে পারবে।

কিভাবে মানুষ প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে?

যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করতে চায়বে, সে ব্যক্তি এই দুই সাক্ষ্য প্রদানের অর্থ জেনে তার প্রতি বিশ্বাস করে সততা বজায় রেখে পাঠ করবে ও বলবে:

"أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ".

উচ্চারণ: আশ্‌হাদু আল্‌-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার্‌ রাসূলুল্লাহ্‌।

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল"।

সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুই সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্য ও অর্থ জেনে সততার সহিত ইচ্ছাকৃতভাবে এবং স্বাধীনভাবে একনিষ্ঠতা বজায় রেখে এই দুই সাক্ষ্য পাঠ করবে, সে ব্যক্তি প্রকৃত ইমানদার মুসলিম হয়ে যাবে। এবং তার প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তার প্রতি প্রকৃত ইসলামের করণীয় কাজের বিধিবিধান ও জ্ঞান লাভ করা জরুরি হয়ে যাবে। এবং সেই বিধিবিধান ও জ্ঞান মোতাবেক তাকে তার সাধ্যমতো সৎকর্ম সাধন করতে হবে। আর সে যতো বেশি সৎকর্ম সাধন করবে, ততো বেশি তার ইমান বা বিশ্বাস এবং পুণ্য মহান আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পাবে।

দুইটি সাক্ষ্য প্রদানের ভাবার্থ:

"أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ".

উচ্চারণ: আশ্‌হাদু আল্‌-লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদার্‌ রাসূলুল্লাহ্‌।

অর্থ: "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই। এবং আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল"।

এই দুইটি সাক্ষ্য আপনি ইমান বা বিশ্বাসের সহিত এবং সততার সহিত পাঠ করেছেন। তাই এর প্রকৃত সারমর্ম ও তাৎপর্য আপনি জানেন কী?

- "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".

অর্থ: "আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই"।

"লাইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে সাক্ষ্য প্রদানের ভাবার্থ হলো:

এইভাবে হৃদয়ে আন্তরিকতার সহিত দৃঢ়ভাবে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া যে, মহান আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় সত্য উপাস্য, তিনি ব্যতীত কোনো ইবাদত বা উপাসনার কোনো সত্য অধিকারী নেই। আর কেবলমাত্র তিনিই হলেন মহাবিশ্বের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা পরাক্রমশালী ও মহাপরিচালক।

■ "مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ".

অর্থ: "মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল"।
"মুহাম্মাদুর্ রাসূলুল্লাহ্" বলে সাক্ষ্য প্রদানের ভাবার্থ হলো:

এইভাবে হৃদয়ে আন্তরিকতার সহিত দৃঢ়ভাবে গভীর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং স্বীকৃতি দেওয়া যে, অবশ্যই মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর প্রিয় ব্যক্তি ও তাঁর বার্তাবহ সর্বশেষ রাসূল এবং সর্বশেষ নাবী বা দূত, তিনি সারা বিশ্বের সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল ও নাবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন। এইভাবে বিশ্বাস করতে হবে এবং এই বিশ্বাস মোতাবেক কর্ম সাধন করতে হবে। তাই তাঁর উপদশে মোতাবেক কর্ম সাধন করতে হবে, তাঁর প্রদত্ত সমস্ত সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে, তাঁর নিষিদ্ধ করা বা অবিহিত করা বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে এবং তাঁর প্রদত্ত নিয়ম পদ্ধতি ব্যতিরেকে প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা পরিত্যাগ ও অস্বিকার করতে হবে।

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে আপনার জন্য রয়েছে মহাসুসংবাদ

প্রিয় ভাই/বোন আমার! প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের দিনটি আপনার জীবনের সর্বকল্যাণের দিন। আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিশ্চিতভাবে বলেছেন:

"الإِسْلامُ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ". (صحيح مسلم ، رقم الحديث 192 - (121)).

অর্থ: "প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলে, তার পূর্বের সমস্ত পাপকে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম বিনাশ করে দেয়"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯২ - (১২১)]।

তাই জেনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা এমন একটি মহা সৎকর্ম যে, এই মহা সৎকর্মের দ্বারা তার পূর্বের সমস্ত পাপ বিলীন হয়ে যায়। অতএব প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের মাধ্যমে আপনার পূর্বে সংঘটিত সমস্ত পাপ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। যেমন:- কুফর বা আল্লাহর একত্বের প্রতি অবিশ্বাস করা, আল্লাহর প্রত্যাদিষ্ট সত্য প্রত্যাখ্যান করা, অপকর্ম, কুকর্ম, অসৎ বা পাপ কাজ, অন্যায়, অবিচার এবং অপরাধ। তাই আপনি মহাসুসংবাদ গ্রহণ করুন! আজ আপনি মহান আল্লাহর ক্ষমা লাভ করে নিষ্পাপ ও পবিত্র হয়ে যাচ্ছেন এবং আপনার জীবনের একটি নতুনভাবে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন সাদা পাতা আপনি খুলছেন। আর আপনি এখন আপনার নতুন জীবন শুরু করছেন আর আপনার এই জীবনে বিরাজ করছে সর্বকল্যাণ আর আপনি এখন উজ্জ্বল, সুখশান্তি ও আনন্দের পথে চলাচল করছেন।

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কল্যাণ লাভের কারণে আনন্দিত হওয়া

আপনি যখন প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছেন, তখন আপনি যে মহানন্দ অনুভব করেছেন, সেই মহানন্দ যেন আপনার সারাজীবনের সাথে সংযুক্ত থাকে; এই জন্য যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণের কল্যাণ হলো সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ ও সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গল। এবং এই সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণ ও সর্বোৎকৃষ্ট মঙ্গলের দ্বারা মহান আল্লাহ মানব জাতির প্রতি মহানুগ্রহ করে থাকেন। আর এই মহানুগ্রহ হলো বাতাস, জল, খাদ্যদ্রব্য, পানীয় দ্রব্য, ধন, সম্পত্তি বা অর্থ, পদ এবং প্রতিপত্তির চেয়েও সর্বকালে সবচেয়ে বেশি উত্তম। তাই আমরা কেন আনন্দ প্রকাশ করবো না?! কেননা মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেন:

﴿قُل بِفَضلِ اللَّهِ وَبِرَحمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَليَفرَحُواْ هُوَ خَيرٌ مِّمَّا يَجمَعُونَ﴾ (يونس: ٥٩)

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: আল্লাহর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলাম ও তাঁর পবিত্র গ্রন্থ কুরআন এবং ইমান ও সৎকর্ম সাধনের কারণে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের প্রতি আনন্দিত হওয়া অপরিহার্য। এই আনন্দিত হওয়ার বিষয়টি হলো অমুসলিম সমাজের পার্থিব সম্পদ সঞ্চয় করার চেয়ে অনেক বেশি উত্তম ও সুন্দর"। (সূরা ইউনুস, আয়াত নং ৫৮) ।

অতএব আপনার প্রতি মহান আল্লাহর অনুগ্রহের বিষয়টি আপনি অবশ্যই অনুভব করছেন। কেননা তিনি আপনাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অবলম্বী হিসেবে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে থেকে বেছে নিয়েছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেন:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ (الأنعام: جزء من الآية ١٢٥)

ভাবার্থের অনুবাদ: "অতএব আল্লাহ যে ব্যক্তিকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক পরিচালিত করতে চান, তার হৃদয়কে প্রকৃত ইসলামের জন্য উজ্জ্বল সুপ্রশস্ত ও সক্রিয় করে দেন"। (সূরা আল আন্‌আম, আয়াত নং ১২৫ এর অংশবিশেষ)।

অতএব আপনার প্রতি মহান আল্লাহর এই মহানুগ্রহের কারণে আপনার উপরে তাঁর অগণন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা দরকার। সুতরাং আপনার প্রতি মহান আল্লাহর প্রশংসা করা, তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা এবং তাঁর মহিমা বর্ণনা করা অপরিহার্য। যেহেতু তিনি আপনাকে তাঁর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের পথে পরিচালিত করেছেন।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মৌলিক বিধিবিধানের জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য

আপনি যখন প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছেন, তখন আপনার প্রতি কতকগুলি জরুরি বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা অপরিহার্য হয়ে গেছে। উক্ত জরুরি বিষয়গুলির মধ্যে রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ তিনটি প্রশ্নের উত্তর জানা। যেহেতু উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ে সমস্ত মানুষকে তাদের মৃত্যুর পরে প্রশ্ন করা হবে। আর সেই তিনটি বিষয়ের প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের চিরস্থায়ীর জীবন নির্ধারিত করা হবে। আর সেই চিরস্থায়ীর জীবন নির্ধারিত হবে স্বর্গ বা জান্নাতের জন্য অথবা নরক বা জাহন্নামের জন্য। আর তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন হলো:

আপনি যে প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, তিনি কে ?

আপনি যে ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, সেই ধর্মের নাম কী ?

আপনি যে নাবীর নিয়ম পদ্ধতি মোতাবেক প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, তিনি কে ?

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রথম মৌলিক বিধান

আপনি যে প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, তিনি কে?

আমি আমার যে প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছি, তিনি আল্লাহ।

প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি সেই প্রকৃত প্রতিপালক মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস বা ইমান রাখে, যিনি এই মহাবিশ্বকে এবং এই মহাবিশ্বের সবকিছুকে সৃষ্টি করেছেন আর মানুষকেও তিনি সৃষ্টি করেছেন।

যখন আমরা এই মহাবিশ্ব এবং এর বিশাল ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা নিয়ে চিন্তা করবো, যাতে রয়েছে কোটি কোটি গ্রহ ও নক্ষত্র। এবং যখন আমরা এই পৃথিবী নিয়ে চিন্তা করবো, যেখানে আমরা বসবাস করি, যেখানে রয়েছে সমভূমি, পর্বত, সাগর, সমুদ্র ও নদী। আর সমুদ্রের গভীরে, মরুভূমিতে এবং জঙ্গলে যে সমস্ত বিস্ময়কর প্রাণীর বিস্ময়কর সৃষ্টি জগৎ রয়েছে, সে সমস্ত বিস্ময়কর সৃষ্টি জগৎ নিয়ে আমরা যখন চিন্তা করবো এবং মানব জাতি ও অন্যান্য জীবজগতের বিষয়ে যখন আমরা চিন্তাভাবনা করবো, তখন এর মাধ্যমে আমরা অবশ্যই একটি শুভ ফল পাবো। আর তা হলো এই যে, এই মহাবিশ্বের একজন সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞানী, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, মহা বিজ্ঞ মহান সৃষ্টিকর্তা আছেন। আর তিনিই এই সুন্দর মহাবিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন। সুতরাং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য ব্যতীত এই সমস্ত সৃষ্টি জগতের অস্তিত্ব বিদ্যমান হওয়া সম্ভব নয়। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য এই মহাবিশ্বকে এমন সযত্নে সুদৃঢ় করে সুন্দরভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, সেই মহাবিশ্ব মানুষের মনকে মুগ্ধ করে রাখছে। এই বিষয়টি মহান আল্লাহ প্রত্যেক বুদ্ধিমান লোকের কাছে সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলে দিয়েছেন:

﴿أَمۡ خُلِقُوا۟ مِنۡ غَيۡرِ شَيۡءٍ أَمۡ هُمُ ٱلۡخَٰلِقُونَ﴾ (الطور: ٣٥)

ভাবার্থের অনুবাদ: "যারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করছে, তারা কী প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ব্যতীতই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে?! আসলে তারা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ব্যতীতই আপনা আপনি সৃষ্টি হয়নি আর না তারা নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেছে। বরং তাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা তাদের অস্তিত্বহীন অবস্থা শূন্য থেকেই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন"। (সূরা আত্তুর, আয়াত নং ৩৫)।

সুতরাং মহাবিশ্বের এই সুবিশাল সৃষ্টি জগৎ এবং সুবিশাল সৃষ্টি জগতের সমস্ত জিনিস নিজেরাই নিজেদেরকে সৃষ্টি করেনি এবং প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ব্যতীত সৃষ্টিও হয়ে যায় নি। যেহেতু

সৃষ্টি জগতের কোনো বস্তু নিজেই নিজেকে কোনোভাবে সৃষ্টি করতে পারে না।

সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ সমস্ত প্রকার উপাসনার প্রকৃত অধিকারী

মহাবিশ্বের সুবিশাল সৃষ্টি জগৎ এবং সুবিশাল সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহই কেবলমাত্র সমস্ত প্রকার উপাসনার প্রকৃত অধিকারী। যেহেতু তিনিই কেবলমাত্র মহাবিশ্বের সুবিশাল সৃষ্টি জগৎ এবং সুবিশাল সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা পরিচালক এবং সমস্ত জীব জগতের জীবনোপায় বা জীবিকা প্রদানকারী। আর তিনিই এই পৃথিবীতে সমস্ত মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, উদ্ভাবিত করেছেন এবং তাদের জীবন ধারণের উপকরণ তাদেরকে প্রদান করেছেন। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

(ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ) (الأنعام:١٠٢).

ভাবার্থের অনুবাদ: "যিনি মহাবিশ্বের সুবিশাল সৃষ্টি জগৎ এবং সুবিশাল সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুর প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা তিনিই তোমাদের প্রকৃত প্রতিপালক। তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। অতএব তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই কাছে একান্তভাবে আত্মসমর্পণ করো, সম্পূর্ণরূপে তাঁরই বশ্যতা স্বীকার করো এবং একনিষ্ঠতার সাথে তাঁরই উপাসনা করো। যেহেতু তিনিই সমস্ত বিষয়ের আসল পরিচালক সংরক্ষক তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী"। (সূরা আল আনআম, আয়াত নং ১০২)।

অতএব সমস্ত মানুষের অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এই যে, তারা যেন একনিষ্ঠতার সাথে কেবলমাত্র প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর উপাসনা করে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة:٢١)

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের সেই প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করো এবং একনিষ্ঠতার সাথে তাঁরই উপাসনা করো, যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা তাঁর ক্রোধ এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে সুরক্ষিত ও মুক্ত থাকতে পারো। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২১)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا﴾ (النساء: ٣٦)

ভাবার্থের অনুবাদ: "এবং তোমরা তোমাদের সেই প্রকৃত প্রতিপালক সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর বশ্যতা স্বীকার করো এবং একনিষ্ঠতার সাথে তাঁরই উপাসনা করো। এবং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উপাসনা করিও না এবং তাঁর কোনো অংশীদার স্থাপন করিও না"। (সূরা আন নিসা, আয়াত নং ৩৬ এর অংশবিশেষ)।

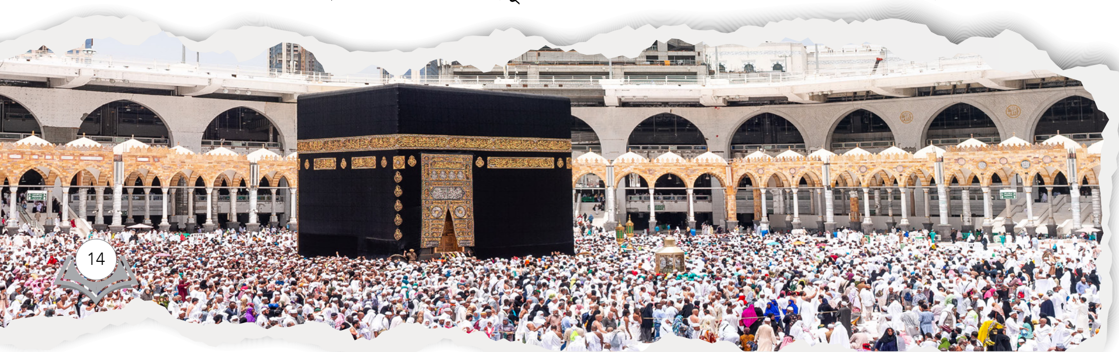

সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদ সুপ্রতিষ্ঠিত করার প্রতি নাবীগণের আহ্বান

এই বিষয়টির স্পষ্টতা থাকা সত্ত্বেও সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ তাঁর উদারতা ও সহায়তার মাধ্যমে আমাদের প্রতি তিনি অনুগ্রহ ও করুণা করে আমাদেরকে সুনিয়ন্ত্রিত করেছেন। আর আমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করে বিশৃঙ্খলার মধ্যে রেখে দেননি। বরং তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য তাঁর বার্তাবহ রাসূলগণকে পাঠিয়েছেন এবং তাঁদের প্রতি তিনি অবতীর্ণ করেছেন তাঁর কতকগুলি পবিত্র বাণীর গ্রন্থ। আর তাঁরা আমাদেরকে উল্লিখিত পবিত্র বাণীর গ্রন্থগুলির জ্ঞান ও পথ প্রদর্শন করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ﴾ (فاطر: ٢٤)

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! অবশ্যই আমি তোমাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মসহ এবং পবিত্র কুরআনসহ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের জন্য জান্নাতের বা স্বর্গের সুসংবাদ দাতা হিসেবে আর অমুসলিম সমাজের জন্য জাহান্নাম বা নরকের অতিশয় ক্লেশদায়ক শাস্তি হতে সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। আর মানব জাতির মধ্যে এমন কোনো সমাজ নেই, যাদের প্রতি জাহান্নাম বা নরকের অতিশয় ক্লেশদায়ক শাস্তি হতে সতর্ককারী হিসেবে আমার বার্তাবহ রাসূলের আগমন ঘটেনি”। (সূরা ফাতির, আয়াত নং ২৪)।

সমস্ত মানব জাতির প্রথম পিতা আদিম মানব আদম [আলাইহিস সালাম] আর সমস্ত নাবী এবং তাঁদেরই মধ্যে রয়েছেন নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ঈসা প্রমুখ (আলাইহিমুস সালাম) এবং সর্বশেষ নাবী ও বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]। তাঁরা সবাই একটি মহান বিধানে একমত। আর সেই মহান বিধানটি হলো: মানব জাতিকে তাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান প্রতিপালক আল্লাহর প্রতি, তাঁর একত্বের উপরে বিশ্বাস বা ইমান স্থাপন করার প্রতি এবং একমাত্র তাঁরই উপাসনা করা আর তিনি ছাড়া অন্যান্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তি অথবা পাথর কিংবা গাছপালা বা নক্ষত্র এবং গ্রহ ইত্যাদির উপাসনা বর্জন করার প্রতি আমন্ত্রণ করা। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل: جزء من الآية ٣٦)

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর আমি যুগে যুগে প্রত্যেক জাতির প্রতি বার্তাবহ রাসূল প্রেরণ করেছি; একটি বার্তা প্রচার করার জন্য, আর সেই বার্তাটি হলো: হে মানব সমাজ! তোমরা কেবলমাত্র তোমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর উপাসনা করো এবং তাঁর উপাসনা ছাড়া অন্য সমস্ত প্রতিমা, মূর্তি, বস্তু বা ব্যক্তি অথবা অপশক্তির উপাসনা পরিত্যাগ করো”। [সূরা আন নাহাল, আয়াত নং ৩৬ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ﴾ (الأنبياء: ٢٥)

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! নিশ্চয় আমি সকল জাতির মানব সমাজের কল্যাণের জন্য তোমার পূর্বে সমস্ত বার্তাবহ রাসূলকে এই আদেশ প্রদান করেছি যে, হে মানব সমাজ! আমি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা শুধুমাত্র আমারই ইবাদত বা উপাসনা করো”। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং ২৫)।

সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নাম এবং তাঁর গুণাবলি

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অতি সুন্দর ও মহা মর্যাদাপূর্ণ নাম ও গুণাবলি সুনির্দিষ্ট রয়েছে। আমরা যখন সেই সমস্ত নাম ও গুণাবলির জ্ঞান লাভ করতে পারবো, তখন আমরা মহান আল্লাহর বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান লাভ করতে পারবো এবং তাঁকে আমরা অধিকতর ভালোবাসতে পারবো আর তাঁকে আমরা অধিকতর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয় করতে পারবো এবং তাঁর অনুগ্রহ ও দানের প্রতি বেশি আশা রাখতে পারবো। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿اللَّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى﴾ (طه:٨)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্য উপাস্য নেই, তাঁর অতি সুন্দর ও মহা মর্যাদাপূর্ণ নাম সুনির্ধারিত রয়েছে"। (সূরা তাহা, আয়াত নং ৮)।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অতি সুন্দর ও মহা মর্যাদাপূর্ণ নাম তাঁর গুণাবলির সুনির্দিষ্ট নিদর্শন। সুতরাং তাঁর অতি সুন্দর ও মহা মর্যাদাপূর্ণ নামের মধ্যে রয়েছে:

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيْمُ : মহান আল্লাহ অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ﴾ (البقرة: جزء من الآية ١٦٣)

ভাবার্থের অনুবাদ: "মহান আল্লাহই তোমাদের প্রকৃত উপাস্য। তিনি এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি অনন্ত করুণাময় পরম দয়ালু। সুতরাং তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, কোনো উপমা নেই এবং কোনো দৃষ্টান্ত নেই। আর তিনি ব্যতীত সৃষ্টি জগতের কোনো প্রকৃত প্রতিপালক ব্যবস্থাপক ও তত্ত্বাবধায়ক নেই"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৬৩)।

অতএব তিনি সেই মহান আল্লাহ, যিনি অসীম করুণাময়, তাঁর অসীম করুণা দ্বারা যাবতীয় জীবজন্তু, মানুষ, মুসলিম ও অমুসলিম এবং সৃষ্টি জগতের সবকিছুই পরিবেষ্টিত, আবৃত ও আচ্ছাদিত করা হয়েছে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (الأعراف: جزء من الآية ١٥٦)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আমার করুণা দ্বারা ইহকালে পৃথিবীতে সৃষ্টি জগতের সবকিছুই পরিবেষ্টিত ও আচ্ছাদিত করা হয়েছে"। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ১৫৬ এর অংশবিশেষ)।

সুতরাং সেই মহান আল্লাহ পৃথিবীবাসীকে বা জগদ্বাসীকে জীবিকা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, সন্তান এবং আরো অন্যান্য জিনিস প্রদান করেন। তবে পরকালে তাঁর করুণা কেবলমাত্র ওই সমস্ত মানব সমাজের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে, যে সমস্ত মানব সমাজ প্রকৃত ইমান ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত তাঁর নাবী ও বার্তাবহ রাসূলগণের প্রকৃত অনুসরণকারী বা অনুগমনকারী হতে পারবে। সুতরাং এই ধরণের প্রকৃত ইমানদার ন্যায়পরায়ণ মুসলিম সমাজের জন্যই পরকালে তাঁর করুণা নির্দিষ্ট থাকবে আর এরই মাধ্যমে তারা নিশ্চিতভাবে চিরস্থায়ী পরমানন্দের জীবন লাভের পবিত্র ধাম জান্নাত বা স্বর্গের অধিকারী হয়ে যাবে।

- **الخالق :** প্রকৃত স্রষ্টা, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা বা প্রকৃত সৃষ্টিকারী:

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾ (الزمر: جزء من الآية ٦٢)

ভাবার্থের অনুবাদ: “সত্য উপাস্য আল্লাহই হলেন সৃষ্টি জগতের সবকিছুরই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা”। (সূরা আজ্ জুমার, আয়াত নং 62 এর অংশবিশেষ)।

অতএব তিনি সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ যিনি সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী এবং এদের মধ্যে যা কিছু আছে, সবকিছুই তিনি সৃষ্টি করেছেন। এবং তিনি পরমাণু থেকে শুরু করে ছায়াপথ এবং তার চেয়েও অনেক বিস্তৃত মহাবিশ্বের সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তাঁর সকল প্রকারের সৃষ্টি জগতকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর প্রজ্ঞা ও সর্বময় ক্ষমতার দ্বারা অতি সুন্দররূপে। তাই তাঁর সৃষ্টি জগতে কোনো প্রকারের ত্রুটি অথবা বিশৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায় না।

- **الغفور :** পরম ক্ষমাশীল বা অতীব ক্ষমাবান ও মার্জনাকারী:

যিনি সদাসর্বদা প্রকৃত অনুতপ্ত ব্যক্তির সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন, সে পূর্বে যতোই পাপের কাজ করুক না কেন। বরং তিনি তাঁর উদারতার কারণে তাঁর সৃষ্টি জগতের অনেক মানুষকে ক্ষমা করে দিবেন তাঁর অংশীদার স্থাপনকারী ব্যক্তিকে ছাড়া। তবে তাঁর অংশীদার স্থাপনকারী ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে গভীর আন্তরিকতার সহিত তওবা করে এবং পুনরায় এই জঘন্য পাপ না করার জন্য দৃঢ় সংকল্প করে, তাহলে তিনি তাকেও মাফ করে দিবেন।

আরো জেনে রাখা দরকার যে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি জগতে সকল জাতির মানব সমাজ যেন তাঁর ক্ষমা লাভ করতে পারে; তার জন্য তিনি অনেক পথ খুলে রেখেছেন। সুতরাং তিনি প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক তওবা করার পথ, ক্ষমা প্রার্থনা করার পথ, ইমান ও সৎকর্মের পথ এবং সৃষ্টি জগতের জন্য সৎকর্ম সাধনের পথ ও দয়া প্রদর্শনের পথ খুলে রেখেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন:

﴿وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ (طه: ٨٢)

ভাবার্থের অনুবাদ: "অবশ্যই আমি সেই ব্যক্তির প্রতি পরম ক্ষমাশীল, যে ব্যক্তি সঠিকভাবে গভীর আন্তরিকতার সহিত প্রকৃত ইসলাম পরিপন্থী কাজ ও পাপ কাজ হতে তওবা করে আর নিজের অন্তরে সঠিকভাবে ইমান স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সাধনে তৎপর থাকে। অতঃপর সে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মেনে চলার প্রতি সদাসর্বদা সজাগ ও সতর্ক থাকে"। (সূরা তাহা, আয়াত নং ৮২)।

- **الرزاق।** : কেবলমাত্র আল্লাহই রুজি বা জীবিকা প্রদানকারী

যে সমস্ত জিনিসের দ্বারা উপকার হয়, সে সমস্ত জিনিসকে রুজি বা জীবিকা বলা হয়।

প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহই সব জগতের ও সমস্ত বস্তুর প্রকৃত অধিপতি ও মালিক। সুতরাং তাঁরই হাতে রয়েছে সব জগতের ও সমস্ত বস্তুর কর্তৃত্ব ও রাজত্ব। আর তিনি হলেন স্বয়ংসম্পূর্ণ অমুখাপেক্ষী মহা দানশীল। অতএব তিনি অনুগ্রহ করে সদাসর্বদা কোনো বিনিময় ছাড়া উদারভাবে সৃষ্টি জগতকে জীবিকা দান করেন। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ - مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ - إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ (الذاريات: ٥٦- ٥٨).

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর জিন জাতিকে এবং মানব জাতিকে আমি এই জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেন আমাকে জেনে আমার বশ্যতা স্বীকার করে আমাকে ভালোবেসে আমার উপাসনা করে। আমি তাদের কাছে জীবিকা চাই না এবং এটিও চাই না যে, তারা আমাকে আহার্য প্রদান করুক। মহান আল্লাহই তো জীবিকা প্রদানকারী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী পরাক্রমশালী"। (সূরা আজ জারিয়াত, আয়াত নং 56-58)।

- **السلام।** : মহান আল্লাহই প্রশান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী আর সকল প্রকারের দোষ ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র।

মহান আল্লাহ সমস্ত দোষ ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ও পবিত্র। তিনি মহিমা এবং সৌন্দর্যের পূর্ণ গুণাবলিতে গুণান্বিত, তিনি তাঁর সৃষ্ট মানব সমাজের মধ্যে কথা ও কাজের দ্বারা প্রশান্তি ও নিরাপত্তার বার্তা সালাম ছড়িয়ে দেওয়া পছন্দ করেন। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ﴾ (الحشر: جزء من الآية ٢٣)

ভাবার্থের অনুবাদ: “তিনি সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা যোগ্য উপাস্য মহান আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো যোগ্য উপাস্য নেই। তিনিই প্রকৃত অধিপতি, তিনিই অতি নিরঞ্জন পরম পবিত্র, ত্রুটিমুক্ত এবং প্রশান্তি ও নিরাপত্তা দানকারী।” (সূরা আল হাশর, আয়াত নং ২৩ এর অংশবিশেষ)।

■ **العليم** : মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞাতা:

মহান আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বজ্ঞাতা। তাই তাঁর জ্ঞান মহাবিশ্বের ও সৃষ্টি জগতের সমস্ত বস্তুকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। সুতরাং তিনি সমস্ত প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়ে সম্যক অবগত। অতএব তিনি অন্তরের গোপন বিষয়ে সম্যক অবগত। তিনি অতীতের এবং বর্তমানের ও ভবিষ্যতের সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা। আর তিনি তাঁর সৃষ্ট মানব সমাজের সমস্ত কর্মের তত্ত্বাবধায়ক ও সূক্ষ্মদর্শী। তাই প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের উপাসনা ও আনুগত্য অথবা পাপাচারীদের পাপের খবর তাঁর কাছে কোনো গুপ্ত বিষয় নয়। এবং কোনো কথা জানার জন্য বা বুঝার জন্য আহ্বানকারীদের কণ্ঠস্বরের এবং শ্রবণ করার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ (البقرة: جزء من الآية ٢٣١)

ভাবার্থের অনুবাদ: “প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা যোগ্য উপাস্য মহান আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞাতা”। (সূরা আল আনকাবূত, আয়াত নং ৬২ এর অংশবিশেষ)।

অতএব, সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা যোগ্য উপাস্য মহান আল্লাহর আমরা পবিত্রতা ঘোষণা করি। তিনি সব জগতের ও সমস্ত বস্তুর প্রকৃত প্রতিপালক। তিনি তাঁর সৃষ্ট জগতের সমস্ত জিনিসকে অতি সুন্দর ও নিখুঁত করে সৃষ্টি করেছেন। আর এই মহাবিশ্বের মধ্যে যতো সৌন্দর্য আছে এবং যতো পূর্ণতা আছে, সবই সেই অতি নিরঞ্জন পরম পবিত্র মহান আল্লাহর সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রভাব ও ক্ষমতা এবং মহিমা।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের দ্বিতীয় মৌলিক বিধান

আপনি যে ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, সেই ধর্মের নাম কী?

আমার ধর্ম প্রকৃত ইসলাম:

আমি যে ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছি, সেই ধর্মের নাম হলো: প্রকৃত ইসলাম। আর প্রকৃত ইসলাম হলো: মহান আল্লাহর একত্বের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের সহিত তাঁর বশ্যতা স্বীকার করা এবং তাঁর অংশীদার স্থাপন করা হতে দূরীভূত হওয়া।

- প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি আসলে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করে, মহান আল্লাহর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাঁর কাছে তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে আত্মসমর্পণ করে, তাঁর আদেশ মেনে চলে এবং তাঁর বিনিবারিত ও নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا﴾ (النساء: جزء من الآية ١٢٥)

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করবে এবং তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা বজায় রাখবে, উপরন্তু সে ন্যায়পরায়ণতার উপরে অটল থাকবে এবং ইবরাহীমের সুদৃঢ় ধর্ম প্রকৃত ইসলামের অনুসরণ করবে, তার চেয়ে আর কোনো উত্তম মানুষ নেই”। সূরা আন নিসা, আয়াত নং নং ১২৫ এর অংশবিশেষ)।

তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ (فصلت: ٣٣)

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর কথা বলার দিক দিয়ে সেই ব্যক্তির চেয়ে আর উত্তম কোনো ব্যক্তি নেই, যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের প্রতি মানুষকে আহ্বান জানায় এবং এই সত্য সঠিক ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক স্বয়ং সৎকর্ম করে আর বলে: আমি এই পবিত্র ধর্ম প্রকৃত ইসলামের একজন অনুগামী এবং ধারক, বাহক ও রক্ষক”। (সূরা ফুস্সিলাত (হা, মীম, আস্ সাজদা), আয়াত নং 33)।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য

- প্রকৃত ইসলাম ন্যায়বিচারের ধর্ম: প্রকৃত ইসলাম ধর্ম আত্মীয়স্বজন, অনাত্মীয়, শত্রু, বন্ধুবান্ধব, অন্তরঙ্গ ব্যক্তি, প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি ও অমুসলিম ব্যক্তির সাথে ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করার আদেশ প্রদান করে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ﴾ (النحل: ٩٠)

ভাবার্থের অনুবাদ: "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ প্রদান করেন ন্যায়বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য"। (সূরা আন নাহল, আয়াত নং 90 এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ﴾ (غافر: ١٧).

ভাবার্থের অনুবাদ: "পরকালে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের ফল পুরোপুরিভাবে প্রদান করা হবে। সেই পরকালে কোনো ব্যক্তির প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না"। (সূরা গাফির (আলমুমিন), আয়াত নং ১৭ এর অংশবিশেষ)।

- প্রকৃত ইসলাম দয়ার ধর্ম: সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কৃপা হিসেবে প্রেরণ করেছি"। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং 107)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

"اَلرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحمنُ، اِرْحَمُوْا أَهْلَ الأَرضِ يَرْحَمْكُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ".

(وسنن أبي داود، رقم الحديث 4941، واللفظ له، جامع الترمذي، رقم الحديث 1924، وقال الإمام الترمذي عن هذا الحديث بأنه: حسن صحيح، وصححه الألباني).

অর্থ: "অনন্ত করুণাময় মহান আল্লাহ দয়ালুদের প্রতি দয়া করেন। সুতরাং তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া করো, তাহলে অনন্ত করুণাময় মহান আল্লাহ যিনি আকাশের ঊর্ধ্বে আছেন, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন"।

[সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯৪১ এবং জামে তিরমিযী, হাদীস নং ১৯২৪, তবে হাদীসের শব্দগুলি সুনান আবু দাউদ থেকে নেওয়া হয়েছে। ইমাম তিরমিযী হাদীসটিকে হাসান ও সহীহ বলেছেন। আল্লামা নাসেরুদ্দিন আল আলবাণী হাদীসটিকে সহীহ (সঠিক) বলেছেন]।

- প্রকৃত ইসলাম হলো ভালোবাসা, ঐক্য এবং সম্প্রীতির ধর্ম: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لأَخِيْه، مَا يُحِبُّ لِنَفْسِه".

(صحيح البخاري، رقم الحديث 13، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث –71 (45).

অর্থ: "তোমাদের মধ্যে কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি হতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তার মুসলিম ভাইয়ের জন্য ওই বস্তুটি না পছন্দ করবে, যে বস্তুটি সে নিজের জন্য পছন্দ করে"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১ - (৪৫), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে] ।

- প্রকৃত ইসলাম হলো উদারতার সহজ ধর্ম:

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষায় বিরাজ করছে জীবনযাপনের সহজ নিয়মনীতি ও আদর্শ এবং কঠোরতা ও জটিলতা মুক্ত নিয়মকানুন। সুতরাং যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার জ্ঞান লাভ করতে পেরেছে, সে ব্যক্তি এই বিষয়টি অতি সহজে উপলব্ধি করতে পেরেছে। যেহেতু মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ (البقرة: جزء من الآية ١٨٥)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদের জন্য প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক জাগতিক বিষয়ে এবং ধর্মীয় বিষয়ে সহজ পন্থাই পছন্দ করেন এবং তিনি তোমাদের জন্য কোনো বিষয়ে করুণ বা কষ্টদায়ক পন্থা পছন্দ করেন না"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ১৮৫ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ﴾ (المائدة: جزء من الآية ٦)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ তোমাদেরকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মাধ্যমে কোনো প্রকারের জটিলতার মধ্যে রাখতে চান না"। (সূরা আল মায়েদা, আয়াত নং ৬ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة: جزء من الآية ٢٨٦)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সাধ্যের অতিরিক্ত কোনো কর্ম সম্পাদনের দায়িত্ব অর্পণ করেন না"। (সূরা আল বাকারা, আয়াত নং ২৮৬ এর অংশবিশেষ)।

- প্রকৃত ইসলাম হলো জ্ঞান লাভের ধর্ম: অতএব পবিত্র কুরআনের সর্বপ্রথম আয়াত হলো নিম্নরূপে:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ (العلق: ١)

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বার্তাবহ রাসূল মুহাম্মাদ! তুমি পবিত্র কুরআন তোমার প্রতিপালকের নামে ও তাঁরই সাহায্যে পড়তে শুরু করো। যিনি সব জগতের ও সকল বস্তুর সৃষ্টিকর্তা"। (সূরা আল্ আলাক, আয়াত নং 1)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (طه: جزء من الآية ١١٤)

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলো: হে আমার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান প্রতিপালক আল্লাহ! আপনি আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করুন"। (সূরা তাহা, আয়াত নং ১১৪ এর অংশবিশেষ)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ (المجادلة: جزء من الآية ١١)

ভাবার্থের অনুবাদ: "যারা অন্তরে মহান আল্লাহর প্রতি প্রকৃত ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর যাদেরকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়েছে, তাদের সকলের মর্যাদা মহান আল্লাহ উচ্চ করে দিবেন"। (সূরা আল মুজাদালা, আয়াত নং ১১ এর অংশবিশেষ)।

প্রকৃত ইসলাম একটি সর্বজনীন বিশ্বধর্ম

- প্রকৃত ইসলাম হলো সর্বজনীন বিশ্বধর্ম। তাই এই সর্বজনীন বিশ্বধর্ম কোনো স্থানের জন্য বা কোনো জাতির জন্য অথবা কোনো সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়। সুতরাং এই সর্বজনীন বিশ্বধর্ম প্রকৃত ইসলাম শুধুমাত্র আরবদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে তা নয় বরং এই সর্বজনীন বিশ্বধর্ম প্রকৃত ইসলাম সারা বিশ্ববাসীর জন্য সুনির্দিষ্ট রয়েছে এবং সকল জাতির মানব সমাজের জন্য সুনির্ধারিত রয়েছে। তাই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে সম্বোধন করে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ﴾ (الأعراف: ١٥٨)

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: হে সকল জাতির মানব সমাজ! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের প্রতি সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি, যিনি সমস্ত আসমান ও জমিনের প্রকৃত অধিপতি, তিনি ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই, তিনিই জীবন দান করেন এবং তিনিই মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা সেই প্রকৃত অধিপতি সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রেরিত ওই অনুসৃত বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ এর প্রতি একনিষ্ঠতার সহিত ইমান স্থাপন করো, যে অনুসৃত বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি ও তাঁর সমস্ত বাণীর প্রতি ইমান রাখে। আর হে সকল জাতির মানব সমাজ! তোমরা সেই অনুসৃত বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ এর আহ্বান গ্রহণ করে নিয়ে তার অনুসরণ করো, তবেই তোমরা অবশ্যই জান্নাত বা স্বর্গ লাভের সঠিক পথ প্রকৃত ইসলামের প্রকৃত অনুগামী হতে পারবে"। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ১৫৮)।

- সেইরূপ এই সর্বজনীন বিশ্বধর্ম প্রকৃত ইসলাম কোনো একটি নির্ধারিত সময়ের জন্য নয় বরং এই সর্বজনীন বিশ্বধর্ম প্রকৃত ইসলাম মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর নাবী নির্ধারিত হওয়ার পর থেকে কিয়ামত বা মহাপ্রলয়ের দিন পর্যন্ত সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য ও সুনির্ধারিত রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

(آل عمران: ٨٥)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইবে, সে জেনে রাখবে যে, তার কাছ থেকে তা কখনোই পরিগৃহীত হবে না এবং সে পরকালে সর্বহারা হয়ে চিরস্থায়ী নরকবাসী বা জাহান্নামবাসী হয়েই থাকবে"। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নং ৮৫)।

প্রকৃত ইসলাম একটি ব্যাপকতার ধর্ম

- প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হলো পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান। এই পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান হলো মুসলিম ব্যক্তির জন্য, মুসলিম সমাজের জন্য এবং মুসলিম জাতির জন্য। সুতরাং তাতে মানব জীবনের সমস্ত শাখা প্রশাখার বিধিবিধান রয়েছে এবং সকল দিক ও সকল ক্ষেত্রের আইনকানুন রয়েছে। তাই তাতে বিরাজ করছে রাজনৈতিক নিয়মাবলি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক নিয়মকানুন ইত্যাদি।

- প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হলো বিশ্বাস ও জীবনবিধানের সমষ্টি: তাই এই পবিত্র ধর্মের মধ্যে রয়েছে আধ্যাত্মিক বিষয় ও সঠিক বিশ্বাসের বিধিবিধান, গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বা উপাসনার নিয়মকানুন, বিভিন্ন কারবার ও আদানপ্রদান বা লেনদের শিক্ষা, সচ্চরিত্রতার নিয়মনীতি এবং সুনিয়ন্ত্রিত ও সুশৃঙ্খলিত আচার আচরণের প্রজ্ঞাপূর্ণ সামাজিক কাঠামো।

- প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা ও তার বিধিবিধান মানুষের সাথে তার পরম প্রতিপালক সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সম্পর্ক, মানুষের সম্পর্ক নিজের জীবনের সাথে, মানুষের সম্পর্ক অন্য মানুষের সাথে বা জীবজন্তু ও জড়জগতের সাথে অতি সুন্দরভাবে সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসজ্জিত করে।

- প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মানব জাতির শারীরিক ও আত্মিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত ও সংশ্লিষ্ট রয়েছে।

সারকথা হলো এই যে, প্রকৃত ইসলাম ধর্ম আবির্ভূত হয়েছে সকল জাতির মানব সমাজের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখশান্তি এবং সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্য।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মৌলিক মতবাদ (ইমানের স্তম্ভসমূহ)

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের মৌলিক মতবাদ বা আকিদা হলো ছয়টি বিষয়ের প্রতি দৃঢ় ইমান বা দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা। আর সেই ছয়টি বিষয়কে ইমানের স্তম্ভ বলা হয়। সেই ছয়টি বিষয় হলো:

১। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: সুতরাং মহান আল্লাহর অস্তিত্ব বা সত্তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, তিনি কেবলমাত্র এক ও অদ্বিতীয় এবং মহাবিশ্বের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও প্রকৃত অধিপতি এবং পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক ও নিয়ন্ত্রণকারী। তিনিই কেবলমাত্র সকল ইবাদত বা উপাসনার সত্য অধিকারী। তাঁর কোনো অংশীদার নেই, তিনি মহিমা এবং সৌন্দর্যের পূর্ণ গুণাবলিতে গুণান্বিত, তিনি সম্পূর্ণরূপে সকল দোষ ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতা হতে মুক্ত ও পবিত্র; তাই তাঁর কোনো সমতুল্য নেই।

২। ফেরেশতাগণের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: তাঁরা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর সৃষ্টি জগতের অন্তর্ভুক্ত, তিনি তাঁদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত বা উপাসনা করার জন্য এবং তাঁর আদেশের পূর্ণ আনুগত্য করার জন্য আর তাঁর আদেশ মোতাবেক কর্ম বাস্তবায়িত করার জন্য। সুতরাং সাধারণভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে আমরা তাঁদের অস্তিত্ব ও সত্তার প্রতি ইমান বা বিশ্বাস রাখি। সেইরূপ আমরা কতকগুলি এমন ফেরেশতার প্রতি বিস্তারিতভাবে ইমান রাখি, যে তাঁদের নাম, বৈশিষ্ট্য ও কর্মের বিষয়গুলি প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রেরিত অহি বা বাণীর মাধ্যমে আমাদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

অতএব ফেরেশতাগণের মধ্যে একজন অতি উৎকৃষ্ট ফেরেশতার নাম হলো জিবরীল [আলাইহিস সালাম]। মহান আল্লাহর প্রত্যাদেশের বাণী নাবী ও বার্তাবহ রাসূলগণের নিকটে পৌঁছানোর দায়িত্ব এই মহা ফেরেশতা জিবরীলের প্রতি ন্যস্ত রয়েছে।

ফেরেশতাগণের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ ফেরেশতার নাম হলো মিকাইল [আলাইহিস সালাম]। এই মহা ফেরেশতা মিকাইল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হলো বৃষ্টি বর্ষণ এবং উদ্ভিদ জগতের নিয়ন্ত্রণ করা।

ফেরেশতাগণের মধ্যে একজন সুপ্রসিদ্ধ ফেরেশতার নাম হলো ইসরাফিল [আলাইহিস সালাম]। এই মহা ফেরেশতা ইসরাফিল [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হলো মহাপ্রলয় সংঘটিত করার জন্য শিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া।

অন্য আরেক জন সুপ্রসিদ্ধ ফেরেশতার নাম হলো মালাকুল মউত [আলাইহিস সালাম]। এই মহা ফেরেশতা মালাকুল মউত [আলাইহিস সালাম] এর দায়িত্ব হলো মহান আল্লাহর আদেশ মোতাবেক জীবের মৃত্যু ঘটানো।

আবার জাহান্নামের বা নরকের রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতার নাম হলো মালিক।

৩। প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর ঐশী বাণীর পবিত্র গ্রন্থসমূহের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: মহান আল্লাহ তাঁর নাবীগণ বা পয়গম্বরগণের প্রতি এবং বার্তাবাহ রাসূলগণের প্রতি তাঁর পবিত্র বাণীর কতকগুলি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন বিশ্ববাসীর প্রতি করুণা করার জন্য এবং তাদেরকে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক সুপথে পরিচালিত করার জন্য। যাতে তারা ইহকাল এবং পরকালে মৃত্যুবরণের পরে পরমসুখ এবং পরমানন্দের জীবন লাভ করতে পারে। তাই আমরা সাধারণভাবে ও সংক্ষিপ্তভাবে সেই সমস্ত ঐশী বাণীর পবিত্র গ্রন্থের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস রাখি। আর মহান আল্লাহর প্রেরিত অহি বা ঐশী বাণীর মাধ্যমে আমরা যে সমস্ত ঐশী বাণীর পবিত্র গ্রন্থের নাম জানতে পেরেছি, সে সমস্ত ঐশী বাণীর পবিত্র গ্রন্থের প্রতি আমরা বিস্তারিতভাবে ইমান রাখি। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে:

ক। পবিত্র কুরআন। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

খ। ইনজিল বা ইঞ্জিল। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল ঈসা বিন মারিয়াম [আলাইহিমাস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

গ। তাওরাত। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল মূসা [আলাইহিস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

ঘ। জাবুর। এই পবিত্র গ্রন্থটি মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বা মহানাবী দাউদ [আলাইহিস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে।

৩। ঐশী বাণীর আরো কতকগুলি গ্রন্থ। এই পবিত্র গ্রন্থগুলি মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল ইবরাহীম [আলাইহিস সালাম] এর প্রতি অবতীর্ণ করেছেন।

৪। সমস্ত পয়গম্বর বা নাবী ও বার্তাবহ রাসূলের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: তাঁরা হলেন অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ। মহান আল্লাহ সকল জাতির মানব সমাজের কল্যাণার্থে এবং তাদেরকে সুখময় জীবন লাভের পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে অনেক বার্তাবহ রাসূল প্রেরণ করেছেন। যাতে তাঁরা মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামের বার্তা ও শিক্ষা প্রচার করেন। সেই সমস্ত বার্তাবহ রাসূলের মধ্যে সর্বপ্রথম বার্তাবহ রাসূল হলেন নূহ [আলাইহিস সালাম] এবং সর্বশেষ বার্তাবহ রাসূল হলেন মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম]।

সমস্ত বার্তাবহ রাসূল সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মনোনীত ধর্মের প্রতি এবং সচ্চরিত্রতার প্রতি নিখুঁতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এবং তাঁদেরকে মহান আল্লাহ বার্তাবহ রাসূল হিসেবে প্রেরণ করার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিলো মানব সমাজকে একমাত্র মহান আল্লাহর একত্বের প্রতি এবং তাঁর উপাসনা করার প্রতি আহ্বান করা। আর মহান আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো বস্তু বা ব্যক্তির উপাসনা করা হতে এবং তাঁর অংশীদার স্থাপন করা হতে বিরত রাখার প্রতি মানব সমাজকে উৎসাহিত করা। আর তাদেরকে সৎকর্ম সাধনে এবং অসৎকর্ম বর্জনে উৎসুক ও যত্নশীল করে তোলা। আমরা ইমান রাখি যে, মহান আল্লাহ মানব জাতির কল্যাণের জন্য তাদের মধ্যে থেকে অনেক বার্তাবহ রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাই মহান আল্লাহ তাঁদের প্রদত্ত সংবাদকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং তাঁদেরকে তাঁদের আদেশ মোতাবেক মেনে চলা মানব জাতির প্রতি অপরিহার্য করে দিয়েছেন।

আর তাঁদের মধ্যে থেকে আমরা কতকগুলি বার্তাবহ রাসূলের নাম ও বিশদ বিবরণ এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের সাথে তাঁদের যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে, সে সমস্ত বিষয়ে অবগত হয়েছি। আর তাঁদেরই মধ্যে রয়েছেন: ইদ্রিস, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, হুদ, সালেহ এবং শুআইব [আলাইহিমুস সালাম]। তবে তাঁদের মধ্যে এমন কতকগুলি বার্তাবহ রাসূল আছেন, যাঁদের নাম মহান আল্লাহ আমাদেরকে বলেননি। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ﴾ (غافر: ٧٨)

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমার পূর্বে জগদ্বাসীর মঙ্গলার্থে অনেক বার্তাবহ রাসূল প্রেরণ করেছি। তাদের মধ্যে থেকে কতকগুলির বিশদ বিবরণ আমি তোমার সামনে উপস্থাপিত করেছি আর কতকগুলির বিশদ বিবরণ আমি তোমার সামনে উপস্থাপিত করিনি। আল্লাহর আদেশ ও ইচ্ছা ছাড়া কোনো নিদর্শন নিয়ে আসা কোনো বার্তাবহ রাসূলের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহর ফয়সালা যখন আসবে, তখন ন্যায়বিচার হয়ে যাবে। সুতরাং বার্তাবহ রাসূলগণের অনুসরণকারীগণ সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা ও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে আর তাঁদের প্রত্যাখ্যানকারীরা ধ্বংস হয়ে যাবে"। (সূরা গাফির (আলমুমিন), আয়াত নং ৭৮)।

৫। পরকালের শেষ দিবসের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: আর তা হলো এই যে, কিয়ামতের দিনের প্রতি এইভাবে ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা যে, সেই কিয়ামতের দিবসে মহান আল্লাহ সমস্ত মানুষকে পুনরুত্থিত করবেন; তাদের কর্মের হিসাব নেওয়ার জন্য এবং তারা এই পৃথিবীতে যে সমস্ত কর্ম করেছে, সে সমস্ত কর্মের ফল তাদেরকে প্রদান করার জন্য। সুতরাং সেই কিয়ামতের দিবসে সমস্ত মানুষকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হবে। তাদের মধ্যে থেকে এক শ্রেণীর মানুষ হবে প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের মানুষ। আর তারা পরমানন্দের পবিত্র ধাম জান্নাতে বা স্বর্গে প্রবেশ করবে এবং সেই পবিত্র ধামে তারা অনন্তকাল পর্যন্ত চিরস্থায়ী বসবাস করবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ হবে প্রকৃতপক্ষে অমুসলিম সমাজের মানুষ। আর তারা অতিশয় ক্লেশদায়ক স্থান জাহান্নামে বা নরকে প্রবেশ করবে। এবং সেই অতিশয় ক্লেশদায়ক স্থানে তারা অনন্তকাল পর্যন্ত চিরস্থায়ী বসবাস করবে। আর প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের মধ্যে যারা পাপী মানুষ, তাদেরকে হয়তো মহান আল্লাহ ক্ষমা করে দিতে পারেন কিংবা তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য জাহান্নামে বা নরকে তাদের পাপের শাস্তি ভোগ করার জন্য রেখে দিতে পারেন অতঃপর তাদেরকে জান্নাত বা স্বর্গ প্রদান করতে পারেন। অতএব তারা অনন্তকাল পর্যন্ত চিরস্থায়ী জাহান্নামে বা নরকে বসবাস করবে না।

সুতরাং জেনে রাখা দরকার যে, জাহান্নাম বা নরক হলো: অমুসলিমদের অথবা পাপী মুসলিমদের মৃত্যুর পর ভয়ঙ্কর শাস্তি ভোগ করার যন্ত্রণাদায়ক স্থান। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সেই জাহান্নাম বা নরক হতে রক্ষা করুন ও মুক্ত করুন।

৬। ভাগ্যের শুভাশুভ বা মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি ইমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা: সুতরাং প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি এইভাবে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে যে, মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটেছে এবং ঘটবে, সবকিছুই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর অনাদি অনন্ত জ্ঞানেই সংরক্ষিত রয়েছে। সুতরাং তিনি জানেন সমুদয় বস্তুর সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ। আর তিনি মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তুর সকল ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন এবং মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু সৃষ্টি করার তিনি ইচ্ছা করেছেন অতঃপর মহাবিশ্বের সমুদয় বস্তু তিনি সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটে, সবকিছুই তাঁর অনাদি অনন্ত জ্ঞান ও লিখনের সীমারেখার মধ্যেই ঘটে এবং তাঁর ইচ্ছা ও সৃষ্টিক্রিয়ার গণ্ডিতেই ঘটে। অতএব তা যদি কল্যাণকর হয়, তাহলে তা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর করুণা। আর যদি তা অকল্যাণকর হয়, তাহলে তা প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ঘটেছে পরীক্ষাস্বরূপ বা শাস্তিস্বরূপ। এটি হলো প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচার মোতাবেক ফয়সালা, সেই প্রজ্ঞা ও ন্যায়বিচারের আসল তত্ত্ব এবং তাঁর পরিপূর্ণতার রহস্য মানুষ উপলব্ধি করার ক্ষমতা রাখে না।

আর মানুষ যখন ভাগ্যের শুভাশুভ বা মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, তখন তার হৃদয় শান্ত ও নিশ্চিন্ত হবে এবং তার আত্মা প্রশান্ত হবে। আর সে তার সমস্ত বিষয় প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর কাছে সমর্পণ করবে। যেহেতু সে জানে যে, সবকিছুই এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহরই হাতে; সুতরাং তিনি যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে আর যা ইচ্ছা করেন না তা ঘটে না।

প্রকৃত ইসলামের স্তম্ভসমূহ

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের স্তম্ভসমূহ হলো আসলে তার সেই সমস্ত মূলভিত্তি, যে সমস্ত মূলভিত্তির উপরে তাকে স্থাপিত করা হয়েছে। আর সেই সমস্ত মূলভিত্তি হলো আসলে পাঁচটি। এই পাঁচটি মূলভিত্তির প্রতি প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে হবে। আর সেই পাঁচটি মূলভিত্তির বিবরণ হলো নিম্নরূপে:

১। মহান আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোনো উপাস্য নেই আর মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল, এই দুইটি কথার সাক্ষ্য প্রদান করা: এই দুইটি কথার মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করতে হয় গভীর আন্তরিকতার সহিত। সুতরাং একনিষ্ঠতার সহিত দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে যে, প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর কোনো অংশীদার নেই এবং বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল।

২। নামাজ সুপ্রতিষ্ঠিত করা: নামাজ পড়ার সময়ে নামাজের মধ্যে দণ্ডায়মান হতে হয়, রুকু করতে হয় এবং সিজদা করতে হয়; মহান আল্লাহর সম্মানার্থে। আর নামাজ পড়ার জন্য নামাজের নামে নামে দিনেরাতে নির্দিষ্ট সময় আছে। তাই বলা হয়: ফজরের নামাজ, জোহরের নামাজ, আসরের নামাজ, মাগরিবের নামাজ এবং ইশার নামাজ। এই সমস্ত নামাজ ছাড়া আরো কতকগুলি এমন নামাজ আছে, যে সেই নামাজগুলিকে অতিরিক্ত নামাজ বলা হয়, অপরিহার্য বা ফরজ নামাজ বলা হয় না।

৩। জাকাত প্রদান করা: প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি তার অর্থের বা সম্পদ থেকে সামান্য অংশ ও সীমিত পরিমাণ জাকাত হিসেবে প্রদান করে গরিব মিসকিন ও অভাবগ্রস্ত এবং অন্যান্য হকদারকে।

৪। রমাজান মাসের রোজা রাখা: রমাজান মাসে ভোরের আভা প্রকাশ হওয়া থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত মহান আল্লাহর উপাসনার লক্ষ্যে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পানাহার, যৌন সম্ভোগ এবং রোজা বিনষ্টকারী বিষয় থেকে বিরত থাকা।

৫। কাবা ঘরের হজ্জ পালন করা: হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে প্রকৃত ইমানদার সক্ষম মুসলিম ব্যক্তির পবিত্র মক্কা শহরে আগমন করা; মহান আল্লাহর নির্ধারিত উপাসনার লক্ষ্যে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যদিও তা জীবনে মাত্র একবার হয়।

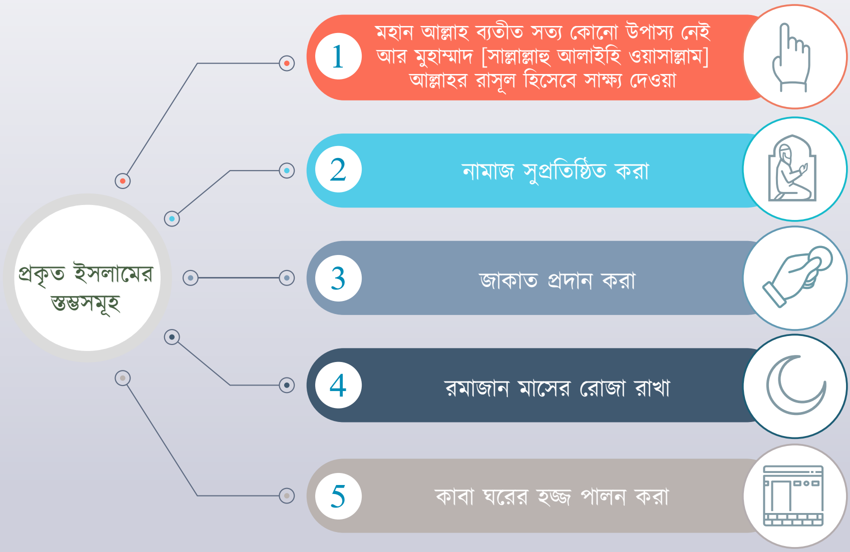

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে ইবাদত বা উপাসনার তাৎপর্য

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক উপাসনা হলো: মহান আল্লাহর একত্বের বা তাওহীদের ঘোষণা দেওয়া এবং যে সকল প্রকাশ্য ও গোপনীয় কথা এবং কাজকে তিনি ভালোবাসেন ও পছন্দ করেন, সে সকল প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য কথা এবং কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা।

- কথা বলার মাধ্যমে ইবাদত বা উপাসনার দৃষ্টান্ত হলো: পবিত্র কুরআন পাঠ করা, মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা বা প্রার্থনা করা এবং মহান আল্লাহর স্মরণে বা জিকিরে মগ্ন থাকা, কল্যাণদায়ক জ্ঞান প্রচার করা এবং অন্যদের উপকারের জন্য মঙ্গলময় উপদেশ বা শিক্ষা ইত্যাদি প্রদান করা।

- কাজের মাধ্যমে ইবাদত বা উপাসনার দৃষ্টান্ত হলো: পবিত্রতা অর্জন করা, নামাজ পড়া, হজ্জ পালন করা, মানুষের প্রয়োজন পূরণের জন্য সৎকর্ম সাধন করা এবং অন্যান্য ভালো কাজে তৎপর থাকা।

- প্রকাশ্য কথা এবং কর্মের দৃষ্টান্ত হলো: ওই সমস্ত ক্রিয়া বা কাজকর্ম, যে সমস্ত ক্রিয়া বা কাজকর্মকে দেখা যায় বা শোনা যায় অথবা এই ধরণের আরো অন্যন্য বিষয়। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: নামাজ পড়া, হজ্জ পালন করা, পবিত্র কুরআন পাঠ করা, মানুষকে মহান আল্লাহর দিকে আহ্বান করা এবং পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখা বা পারিবারিক সম্পর্ক সুন্দর রাখা।

- গোপনীয় কর্মের দৃষ্টান্ত হলো: হৃদয়ের বা অন্তরের সমস্ত ক্রিয়া বা কাজকর্ম। যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: মহান আল্লাহর প্রতি অগাধ ভালোবাসা রাখা এবং তাঁকে গভীর শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা, নিজের একান্ত কল্যাণকর আশা পূরণের জন্য আল্লাহর প্রতি আস্থা রাখা, তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা হতে ভয় করা, তাঁর জন্য হৃদয়ে বিনম্রতা সুস্থাপিত করা এবং তাঁরই উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করা ও ভরসা রাখা।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে ইবাদত বা উপাসনার গুরুত্ব

মহান আল্লাহর উপাসনার নিমিত্তেই তিনি সকল জাতির মানব সমাজকে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: ٥٦)

ভাবার্থের অনুবাদ: “জিন জাতিকে এবং মানব জাতিকে আমি এই জন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা যেন আমাকে জেনে আমার বশ্যতা স্বীকার করে আমাকে ভালোবেসে আমার উপাসনা করে”। (সূরা আজ জারিয়াত, আয়াত নং 56)।

আর মানব জাতির জীবনকে অতি কল্যাণময় করার জন্য এবং তাদের আত্মাকে মহা মঙ্গলময় করার জন্য আর কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ উদ্দেশ্যের কারণে প্রকৃত ইসলাম ধর্মে ইবাদত বা উপাসনার বিধান দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ইবাদত বা উপাসনার অপরিসীম মর্যাদা ও মঙ্গল রয়েছে। তাই প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক ইবাদত মানুষের আত্মাকে পরিশুদ্ধ ও পবিত্র করে এবং মানুষকে তার পূর্ণ মর্যাদা লাভের সর্বোত্তম স্তরে অধিষ্ঠিত করে।

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক আত্মশুদ্ধির জন্য এবং সুখশান্তি লাভের জন্য মানুষ ইবাদত বা উপাসনা করার খুব বেশি মুখাপেক্ষী, যেমন সে তার দেহকে রক্ষা করার জন্য খাদ্য দ্রব্যের ও পানীয় দ্রব্যের খুব বেশি মুখাপেক্ষী। সেইরূপ তার অন্তর ও আত্মা ইবাদত বা উপাসনার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সাথে সুসম্পর্ক সুপ্রতিষ্ঠিত করার সব চেয়ে বেশি মুখাপেক্ষী। তাই মহান আল্লাহর স্মরণ ও তাঁর উপাসনা এবং তাঁর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করা ব্যতীত মানুষের আত্মা ও হৃদয় প্রফুল্ল, প্রশস্ত, প্রশান্ত ও আনন্দময় হতে পারে না। তাই যারা প্রকৃতপক্ষে মহান আল্লাহর ন্যায়পরায়ণ ভক্ত ও উপাসনাকারী সম্প্রদায় হতে পারবে, তারা সব চেয়ে বেশি সুখময় জীবন লাভকারী হতে পারবে আর তাদের অন্তরও হবে সব চেয়ে বেশি প্রশান্ত ও প্রশস্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি সুখময় জীবন লাভ করার ইচ্ছা রাখবে, সে ব্যক্তি এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহর ন্যায়বান উপাসনাকারী হবে।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মে ইবাদত বা উপাসনার ব্যাপকতা

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক যে সমস্ত কাজকর্মকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন ও ভালবাসেন, সে সমস্ত কাজকর্মকে ইবাদত বা উপাসনা হিসেবে গণ্য করা হয়। আর সেই সমস্ত কাজকর্মের মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভ করে থাকি।

মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনার মধ্যে রয়েছে নিম্নের বিষয়গুলি:

- নির্ধারিত ইবাদত বা উপাসনা: যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: নামাজ পড়া, জাকাত প্রদান করা, রোজা রাখা, হজ্জ পালন করা, পবিত্র কুরআন পাঠ করা, মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করা বা প্রার্থনা করা, মহান আল্লাহর স্মরণে বা জিকিরে মগ্ন থাকা ইত্যাদি।

- আচার ব্যবহার ভালো রাখা: যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহার বজায় রাখা ও তাদের প্রতি সদয় হওয়া, পারিবারিক বন্ধন বজায় রাখা বা আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা, স্ত্রীর সাথে এবং সন্তানদের সাথে আচরণ ভালো রাখা, ব্যবসা বাণিজ্য বা ক্রয়বিক্রয় ন্যায়পরায়ণতার সহিত করা, নিজের কাজকর্মে কর্তব্যপরায়ণতা বজায় রাখা এবং আন্তরিকতা সহকারে দায়িত্ব পালন করা, প্রতিবেশীর সাথে সম্প্রীতি ও চালচলন ভালো রাখা, দরিদ্রদের সাহায্য বা সহায়তা করা এবং পশুদের প্রতিও দয়া করা ইত্যাদি।

- সেইরূপ চরিত্র ভালো রাখা: যেমন:- উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে: সততা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রতি অটল থাকা, আমানত রক্ষা করা, অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি পূরণ করা, মানুষের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা ও প্রফুল্লতা প্রকাশ করা, কথা বলার সময়ে ভালো কথা বলা এবং লজ্জা বোধ করা আরো অন্যান্য সচ্চরিত্রতার গুণে গুণান্বিত হওয়া।

অতএব প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি তার সর্বাবস্থায় সে মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করে থাকে। সুতরাং সে মাসজিদে, বাড়িতে, কর্মক্ষেত্রে এবং সর্বত্র মহান আল্লাহর ইবাদত বা উপাসনা করে থাকে। যেহেতু তার সমগ্র জীবন নির্দিষ্ট রয়েছে মহান আল্লাহর জন্য। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾
(الأنعام: ١٦٢)

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন এবং আমার মরণ সবকিছুই বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর ইবাদত ও একত্ব প্রতিষ্ঠিত করার জন্য"। (সূরা আল আনআম, আয়াত নং 162)।

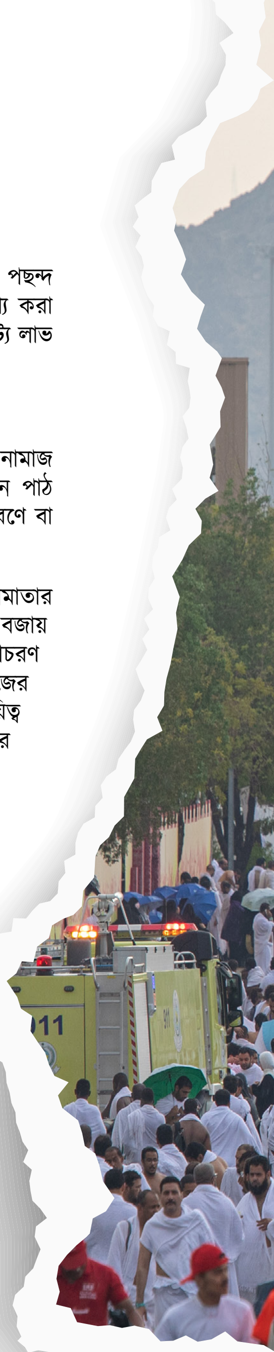

1
39

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের
তৃতীয় মৌলিক বিধান

আপনি যে নাবীর নিয়ম পদ্ধতি মোতাবেক প্রকৃত প্রতিপালকের উপাসনা করছেন, তিনি কে?

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর পরিচয়:

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হলেন আমাদের নাবী। আর তিনি হলেন মুহাম্মাদ তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ এবং তাঁর পিতামহ আব্দুলমুত্তালিব আর তাঁর পিতা হলেন হাশেম কুরাশী। তাঁর বংশ আল্লাহর অতিসম্ভ্রান্ত নাবী ইবরাহিম আল খালিল [আলাইহিস সালাম] এর পুত্র ইসমাইল [আলাইহিস সালাম] এর সাথে সংযুক্ত হয়।

মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বয়স যখন চল্লিশ বছর হয়, তখন তাঁকে পবিত্র মক্কা শহরে সত্য উপাস্য এক ও অদ্বিতীয় মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল বা পয়গম্বর অথবা নাবী হিসেবে নিযুক্ত করেন এবং তাঁর প্রতি মহা গ্রন্থ পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেন।

অতঃপর তিনি মানব সমাজকে সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের প্রতি এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রতি আহ্বান করেন। কিন্তু তাঁর সম্প্রদায় ও তাঁর বংশের লোকেরা তাঁকে মারাত্মকভাবে কষ্ট দেয় এবং তাঁর প্রতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে নির্যাতন ও জুলুম করে আর তাঁর অনুসারীদের প্রতি বা তাঁর সঙ্গীদের প্রতি নিষ্ঠুরভাবে অত্যাচার চালায় এবং শাস্তি দেয় ও তাঁদের মধ্যে থেকে কয়েকজনকে হত্যা করে। তাই আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম] হিজরত করে মদিনায় আগমন করেন। সেই সময় মদিনার নাম ছিলো ইয়াসরিব। অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হিজরত করে মদিনায় আগমন করার পরে ইয়াসরিব শহরের নাম হয় আল্লাহর নাবীর মদিনা। তিনি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল অথবা নাবী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার তেরো বছর পর তিনি মদিনা শহরে ইসলামী রাষ্ট্র এবং ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেখানে তিনি দশ বছর অবস্থান করেন। এই দশ বছরে তিনি সেখানে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও বিধিবিধান প্রচার করেন এবং প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও বিধিবিধানের প্রতি আহ্বান করেন। আর এইভাবে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম এবং তার শিক্ষা ও বিধিবিধান পরিপূর্ণ হয়। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأِسْلامَ دِينًا﴾
(المائدة: جزء من الآية ٣)

ভাবার্থের অনুবাদ: “হে সকল জাতির মানব সমাজ! আমি এখন তোমাদের জন্য তোমাদের সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলামকে পরিপূর্ণ করে দিলাম আর আমি আমার সমস্ত প্রকারের অনুগ্রহ পুর্ণরূপে তোমাদেরকে প্রদান করলাম এবং আমি প্রকৃত ইসলামকেই তোমাদের জন্য সত্য সঠিক ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম”।

(সূরা আল মায়িদা, আয়াত নং 3 এর অংশবিশেষ)।

অতঃপর আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] যখন মানব সমাজকে দেখলেন যে, তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এবং ভালোবাসার সহিত প্রকৃত ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করছেন, তখন তা দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন এবং তাঁর চোখ প্রশান্ত হয়েছিলো। অতঃপর তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন। আর এই অবস্থার প্রতি ইঙ্গিত করে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا﴾ (النصر: ١ - ٣)

ভাবার্থের অনুবাদ:

১। হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! অবশ্যই এসেছে আল্লাহর সাহায্য এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের চূড়ান্ত বিজয়।

২। আর তুমি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর মনোনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলামে প্রবেশ করতে দেখতে পাচ্ছো।

৩। তাই তুমি তোমার পরম প্রতিপালকের কাছে বিনম্রতার সহিত আত্মসমর্পণ করে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। অবশ্যই তিনি তাঁর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারীর অনুশোচনা ও পাপ কাজ না করার সংকল্প সাদরে গ্রহণ করে থাকেন। (সূরা আন নাসর, আয়াত নং ১-৩)।

দয়ার নাবী:

আমাদের নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হলেন দয়ার নাবী। তাই তাঁর জীবনের কোনো ক্ষেত্র থেকে এবং কোনো পর্যায় থেকে তাঁর দয়া কোনো সময়ে অপসৃত হয়নি। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾ (الأنبياء: ١٠٧)

ভাবার্থের অনুবাদ: “আর হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কৃপা হিসেবে প্রেরণ করেছি”। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং 107)।

তাঁর দয়ার অন্তর্ভুক্ত হলো এই বিষয়টি যে, তিনি মানুষকে সুখময় জীবন লাভের পথে তথা প্রকৃত ইসলাম ধর্মের পথে নিয়ে আসার প্রতি এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বিপরীত পথ হতে তথা অন্ধকার, অশান্তি, অজ্ঞতা এবং পথভ্রষ্টতার পথ থেকে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা মোতাবেক ইমান, জ্ঞান এবং সুখশান্তির আলোকিত পথে নিয়ে আসার প্রতি অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। তাই যখন তাঁর সম্প্রদায় তাঁর আহ্বানকে প্রত্যাখ্যান করেছিলো এবং ইমান বর্জন করেছিলো, তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং প্রায় আত্মহত্যার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। অতএব মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا﴾ (الكهف: ٦)

ভাবার্থের অনুবাদ: "সুতরাং হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! ওরা যদি আল্লাহর বাণী পবিত্র কুরআনের শিক্ষার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে ইচ্ছুক না হয়, তাহলে কি এই কারণে তুমি দুঃখ করতে করতে আত্মবিনাশী হবে? তুমি এই রকম পন্থা অবলম্বন করবে না। যেহেতু তোমার দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে আমার বার্তা পৌঁছে দেওয়া"। (সূরা আল কাহাফ, আয়াত, নং ৬)।

এইভাবে তাঁর কৃপা ও দয়ার অর্থ প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজের প্রতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত ও উদিত হয়। সুতরাং মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (التوبة:١٢٨)

ভাবার্থের অনুবাদ: "অবশ্যই তোমাদের মধ্যে থেকেই তোমাদের কাছে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ এসেছে। তোমাদের কষ্টদায়ক বিষয়গুলি তার জন্য অত্যন্ত ক্লেশদায়ক। সে তোমাদের কল্যাণকামী। প্রকৃত ইমানদার মুসলিম জাতির প্রতি সে অত্যন্ত সদয় ও কৃপাবান"। (সূরা আত্তাওবা, আয়াত নং ১২৮)।

প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ও বিধিবিধানের ক্ষেত্রেও আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সর্বক্ষণ সহজ পন্থা অবলম্বন করার প্রতি অতি আগ্রহী ছিলেন। এবং তিনি তাঁর প্রকৃত ইমানদার মুসলিম জাতির জন্য যে বিষয়টি কঠিন কষ্টদায়ক ও নির্দয় হতো, সেই বিষয়টি তিনি তাদের প্রতি চাপিয়ে না দেওয়ার জন্য সর্বদা উৎসুক ছিলেন। সুতরাং তিনি বলেছেন:

"يَسِّرُوْا وَلاَ تُعَسِّرُوْا، وَبَشِّرُوْا وَلاَ تُنَفِّرُوْا".

(صحيح البخاري، رقم الحديث 69، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث -8 (1734)).

অর্থ: "তোমরা সহজ করো, জটিল করো না এবং সুসংবাদ প্রদান করো আর বিরক্ত করে বিতাড়িত করো না"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৯ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮-(১৭৩৪), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর সারা জীবনটি ছিলো করুণায় পরিপূর্ণ। সুতরাং মানব জাতির মধ্যে তিনি নারীদের প্রতি এবং শিশুদের প্রতি সবচেয়ে বেশি করুণাময় ছিলেন। তাঁর একজন সাহাবী আনাস বিন মালিক [রাদিয়াল্লাহু আনহু] বলেন:

"ما رَأَيْتُ أَحَدًا كانَ أَرْحَمَ بالعِيَالِ مِن رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ".

(صحيح مسلم، رقم الحديث -63 (2316)).

অর্থ: "আমি আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চেয়ে তাঁর পরিবার ও তাঁর সন্তানদের প্রতি বেশি করুণাময় আর কোনো মানুষকে দেখতে পাইনি"। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৩ - (২৩১৬)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর করুণা কেবলমাত্র মানুষের প্রতি সীমিত ছিলো তা নয়। বরং তাঁর করুণা সমস্ত জীবজন্তুর প্রতিও ছিলো সীমাহীন বা অসীম। তাই তিনি তাদের প্রতি দয়া করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়া হতে সতর্ক করেছেন। আর তিনি তাঁর সাহাবীগণকে বলেছেন: একটি পতিতা মহিলা একটি কুকুরকে পানি পান করিয়ে ছিলো; তাই তাকে মহান আল্লাহ মাফ করে দিয়েছিলেন এবং জান্নাতের অধিকারিণী করে দিয়েছিলেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৩২১ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫৪ - (২২৪৫)]।

কিন্তু অন্য দিকে আবার একটি মহিলা জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করেছে একটি বিড়ালের কারণে। কেননা সেই মহিলাটি ওই বিড়ালটিকে বেঁধে রেখেছিলো। আর তাকে পানাহার করায়নি বা ছেড়েও দেয়নি। পরিশেষে বিড়ালটি মারা যায়।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৮২ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৫১ - (২২৪২)]।

বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বার্তা হলো সর্বজনীন

আল্লাহর পূর্ববর্তী সমস্ত বার্তাবহ রাসূল ও নাবী (আলাইহিমুস সালাম) কেবলমাত্র তাঁদের সম্প্রদায় বা জাতির কাছে প্রেরিত হয়েছিলেন। কিন্তু আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল ও নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বার্তা সর্বকালের জন্য এবং সকল জাতির মানব জমাজের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ (سورة الأنبياء الآية ١٠٧)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! আমি তোমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কৃপা হিসেবে প্রেরণ করেছি"। (সূরা আল আম্বিয়া, আয়াত নং 107)।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে আরো বলেছেন:

﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾ (الأعراف: ١٥٨)

ভাবার্থের অনুবাদ: "হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! তুমি বলে দাও: হে সকল জাতির মানব সমাজ! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের প্রতি সেই প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর বার্তাবহ রাসূলরূপে প্রেরিত হয়েছি"। (সূরা আল আরাফ, আয়াত নং ১৫৮ এর অংশবিশেষ)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বলেছেন:

"وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً".

(صحيح البخاري، رقم الحديث 438، واللفظ له، وصحيح مسلم، رقم الحديث –3 (521)).

অর্থ: "আর আমার পূর্বে সমস্ত নাবী তাদের নিজেদের বিশেষ গোত্রদের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমি সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত হয়েছি"।

[সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৩৮ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৩-(৫২১), তবে হাদীসের শব্দগুলি সহীহ বুখারী থেকে নেওয়া হয়েছে।]

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল ও নাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বার্তাবহ রাসূল বা নাবী নির্ধারিত হওয়ার পর থেকে নিয়ে বর্তমান যুগে এবং পৃথিবীর শেষ যুগ পর্যন্ত বা মহা প্রলয় অথবা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণ করা, তাঁর প্রদত্ত বার্তা ও সংবাদ বিশ্বাস করা এবং তাঁর আনীত ধর্ম প্রকৃত ইসলাম গ্রহণ করা সমস্ত মানুষের প্রতি অপরিহার্য। সুতরাং যে তাঁর একান্ত অনুগামী ব্যক্তি হতে পারবে, সে ইহাকালে সুখময় জীবন লাভ করতে পারবে এবং পরকালে পরমসুখের ধাম জান্নাত বা স্বর্গ লাভে সফলকাম হতে পারবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর অবাধ্য হবে, সে ব্যক্তি ইহাকালে দুঃখময় জীবন লাভ করবে এবং পরকালে সর্বহারা হয়ে চিরস্থায়ী নরকবাসী বা জাহান্নামবাসী হয়েই থাকবে। তাই মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ (طه: جزء من الآية ١٢٣، ١٢٤)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আমার প্রদত্ত শিক্ষা মোতাবেক যে ব্যক্তি নিজের জীবন পরিচালিত করবে, সে ব্যক্তি সুপথগামী হতে পারবে এবং অমঙ্গল তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। অতএব সে কোনো দিন বিপথগামী হবে না এবং দুঃখকষ্টে নিমজ্জিত হবে না। আর যে ব্যক্তি আমার প্রদত্ত শিক্ষা মোতাবেক নিজের জীবন পরিচালিত করবে না, সে ব্যক্তি বিপথগামী হয়ে বেদনাদায়ক দুঃখময় জীবন লাভ করবে এবং আমি তাকে কিয়ামাতের দিবসে উত্থিত করবো দৃষ্টিহীন ও যুক্তিহীন করে"। (সূরা সূরা তাহা, আয়াত নং ১২৩, ১২৪)।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর বাড়িতে ও তাঁর পরিবারের সাথে

মানুষের বাড়ি হলো এমন একটি জায়গা, যে সেই জায়গায় তার ভালো চরিত্র, নিখুঁত আচরণ এবং সুন্দর চালচলন প্রকাশিত হয়। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রী, সন্তান বা চাকরের সাথে থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার আচার ব্যবহার বা চালচলন তার অভ্যাস মোতাবেক উদ্ভাসিত হয়ে থাকে বিনা কোনো ছলনায়।

আর যে ব্যক্তি প্রকৃত ইমানদার মুসলিম জাতির বার্তাবহ রাসূল ও নেতা এবং শিক্ষক বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর বাড়িতে থাকার অবস্থা সম্পর্কে সুচিন্তা ও বিচার বিবেচনা করবে, সে অবশ্যই জানতে পারবে যে, একজন মানুষের যে সুন্দর আচরণ হওয়া উচিত, সে সুন্দর আচরণের চেয়েও তিনি তাঁর বাড়িতে, তাঁর পরিবার ও সন্তানদের সাথে বেশি সুন্দর দৃষ্টান্ত ও আদর্শ হিসেবে নিজেকে পেশ করেছেন।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা উম্মুল মুমেনীন [রাদিয়াল্লাহু আনহা] কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো: আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ঘরে থাকা অবস্থায় কী করতেন? তিনি বলেছিলেন: আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর পরিবারের সহযোগিতার কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতেন। আর নামাজের সময় হয়ে গেলে নামাজ পড়ার জন্য চলে যেতেন। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৭৬, ৫৩৬৩]।

আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] নিজের পরিবারের সমস্ত লোকজনের জন্য ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ। তাই তিনি তাঁর পরিবার বা পরিজনের সাথে অতি চমৎকার আচরণ, ভদ্রতা ও বিনম্রতা বজায় রাখতেন। এবং তাদের মানসিক চাহিদা ও আত্মিক আকাঙ্ক্ষার খেয়াল রাখতেন এবং অতি উৎকৃষ্ট পন্থায় তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন। আর বিভিন্ন উপলক্ষ্যে ও বিভিন্ন উৎসবে তিনি তাদেরকে আনন্দলাভ ও সুখলাভ করার উত্তম সুযোগ ও সময় প্রদান করতেন।

আল্লাহর রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর প্রিয়তমা আয়েশা উম্মুল মুমেনীন [রাদিয়াল্লাহু আনহা] বলেন: আমি একদিন আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] কে আমার ঘরের দরজায় দেখতে পেলাম আর সেই সময়ে হাবশীরা মাসজিদে খেলা করছিলো। তাই আল্লাহর রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আমাকে তাঁর চাদর দিয়ে আবৃত করে রাখছিলেন; আর আমি তাদের খেলা দেখছিলাম। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৫৪, ৯৫০, ৫২৩৬ এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭ - (৮৯২)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর কন্যাদেরকে ভালোবাসতেন এবং সম্মান করতেন। যখন তাঁর কন্যা ফাতিমা তাঁর কাছে আসতেন, তখন তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং তাকে চুম্বন করতেন আর তাকে তাঁর বসার জায়গায় বসতে দিতেন। এবং তিনি তাঁর মেয়েদের সাথে দেখা করতেন এবং তাদের খোঁজখবর নিতেন।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] তাঁর জাতিকে যে সমস্ত উপদেশ প্রদান করেছেন, সে সমস্ত উপদেশের মধ্যে রয়েছে এই উপদেশটি:

"فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا".

(**صحيح البخاري، رقم الحديث** -5185 5186، **وصحيح مسلم، رقم الحديث** 60 - (1468)).

অর্থ: "তোমরা নারীজাতির প্রতি আমার উপদেশ গ্রহণ করো এবং তাদের সাথে সদ্ভাব বজায় রেখে ধৈর্যশীল হয়ে মঙ্গলময় পন্থায় নম্রতার সহিত তাদের সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও সদাচার বজায় রাখো"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নং 5185-1586 এবং সহীহ মুসলিম, হাদীস নং 60 - (1468)]।

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর চরিত্র

আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আচার ব্যবহার ও চারিত্রিক দিক দিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তাই মহান আল্লাহ তাঁর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের মধ্যে বলেছেন:

﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ (القلم، الآية:٤)

ভাবার্থের অনুবাদ: "আর হে বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ! নিশ্চয় তুমি সত্য ধর্ম ইসলামের সর্বোৎকৃষ্ট এবং সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্রের সর্বগুণে গুণান্বিত"। (সূরা আল কালাম, আয়াত নং ৪)।

সুতরাং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সচ্চরিত্রতার সর্বোচ্চ স্তরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আর সেই স্তরে তিনি ছাড়া অন্য কোনো মানুষ অধিষ্ঠিত হতে পারেন নি। যেহেতু তিনি সমস্ত ত্রুটি ও খুঁতের ঊর্ধ্বে ছিলেন আর তিনি উচ্চ মর্যাদার পরিপূর্ণ স্তরে অবস্থিত ছিলেন। তাঁর চরিত্র ছিলো পবিত্র কুরআনের শিক্ষা দেওয়া সচ্চরিত্রতার পরিপূর্ণ স্তরে। তাই তিনি পবিত্র কুরআনের আদবকায়দা মোতাবেক পরিচালিত হতেন এবং অন্যদেরকে পরিচালিত করতেন। অতএব তাঁর চরিত্রের মধ্যে থেকে নিম্নে কতকগুলি বিষয় উপস্থাপন করা হলো:

- মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি ধৈর্যশীল, ন্যায়বিচারক, ন্যায়পরায়ণ, দানশীল এবং মহত্তম ও করুণাপূর্ণ।
- মানুষের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি লজ্জাশীল ও বিনম্র।
- তিনি ছিলেন অতি বিনয়ী। তাই যে কোনো মানুষের তিনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতেন এবং উপহার সামান্য হলেও কবুল করতেন আর উপহার প্রদানকারীকে তার উপহারের বিনিময়ে পুরস্কৃত করতেন।
- তিনি অসুস্থদেরকে দেখতে যেতেন, জানাজায় যোগদান করতেন, দরিদ্রদের সাথে বসতেন, অভাবীদের সাথে খেতেন, মর্যাদাবান ও প্রভাবশালী লোকদের সম্মান করতেন এবং সম্মানিত ও সম্ভ্রান্ত লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করতেন।
- কোনো ব্যক্তি তাঁর কাছে কোনো প্রয়োজনের জন্য উপস্থিত হলে, তিনি তার প্রয়োজন পূরণ করার জন্য অতি তৎপর থাকতেন। আর তিনি কঠোর বা নিষ্ঠুর ও নির্মম ছিলেন না। এবং তিনি অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের দ্বারা নিতেন না। বরং তিনি মার্জনা করতেন এবং ক্ষমা করতেন। তবে যখন মহান আল্লাহর পবিত্র সীমা লঙ্ঘিত করা হতো, তখন তিনি মহান আল্লাহর জন্য রাগান্বিত হতেন ব্যক্তিগতভাবে নিজের কোনো উদ্দেশ্যে রাগান্বিত হতেন না।

- তাঁর পবিত্র আচার ব্যবহারের মধ্যে এই বিষয়টি ছিলো যে, কোনো ব্যক্তির সাথে তাঁর দেখা হলে, তিনি নিজেই আগে তাকে সালাম দিতেন। এবং তিনি যখন তাঁর কোনো সাহাবীর সাথে সাক্ষাৎ করতেন, তখন তিনি তার সাথে মুসাফাহা বা করমর্দন করতেন।
- তাঁর সাথে যারা বসতেন, তাদের সকলের দিকে তিনি তাঁর মুখ ফিরাতেন, সকলের কথা শুনতেন, সকলের সাথে কথা বলতেন এবং সকলকে তিনি তাঁর করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখতেন ও সকলকে তাদের প্রয়োজন মোতাবেক সদুপদেশ দিতেন।
- তিনি মানব জাতির মধ্যে ছিলেন সর্বোত্তম মানুষ এবং সবচেয়ে বেশি করুণাময় আর সবচেয়ে বেশি মঙ্গলদায়ক।
- তিনি রসিকতা করতেন তবে তাতে সত্য কথা ছাড়া অন্য কিছু বলতেন না, অনুচ্চ স্বরে অনেক মুচকি হাসি হাসতেন এবং তিনি তাঁর স্ত্রীদের সাথে প্রতিযোগিতাও করতেন এবং তাদের সাথে ভদ্র ও সুশীল আচরণ করতেন।
- যে খাদ্যদ্রব্য তাঁর জন্য সহজলভ্য হতো, সেই খাদ্যদ্রব্য তিনি খেতেন; সুতরাং পছন্দমতো যখন কোনো খাদ্যদ্রব্য তিনি প্রাপ্ত হতেন, তখন তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতেন না; অতএব রুচিমাফিক যা কিছু তিনি পেতেন তাই খেতেন। এবং খাদ্যদ্রব্যের বা পানীয় দ্রব্যের তিনি কোনো খুঁত বের করতেন না। আর যখন তিনি খেজুর প্রাপ্ত হতেন, তখন তিনি তা খেতেন। আবার যখন তিনি মাংস প্রাপ্ত হতেন, তখন তিনি তা খেতেন। সেইরূপ তিনি যখন গম বা যবের রুটি সামনে পেতেন, তখন তিনি তা ভক্ষণ করতেন। আর যখন তিনি মিষ্টি বা মধু প্রাপ্ত হতেন, তখন তিনি তা খেতেন। কিন্তু তিনি যখন দুধ পেতেন, তখন তিনি রুটি ছাড়া শুধুমাত্র দুধ পান করতেন। আর যখন তিনি তরমুজ বা সরস খেজুর প্রাপ্ত হতেন, তখন তিনি তা খেতেন।
- তিনি যখন যে পোশাক লাভ করতেন, তখন সেই পোশাক পরিধান করতেন। তাই তিনি নিজেকে ঢেকে নেওয়ার জন্য পশমের কলারযুক্ত এক ধরণের পোশাক পরিধান করতেন। অথবা জুব্বা (লম্বা ঢিলা বুকখোলা অঙ্গাবরণবিশেষ যা অন্যান্য জামার উপর পরিধান করার একটি পোশাক) পরিধান করতেন। এবং আরো অন্যান্য সময়ে যে সমস্ত বৈধ পোশাক তিনি প্রাপ্ত হতেন, সেই সমস্ত পোশাক তিনি পরিধান করতেন।
- তিনি তাঁর সুবিধামতো যখন যে যানবাহন পেতেন, তখন সেই যানবাহনে আরোহণ করতেন। সুতরাং তিনি এক স্থান হতে অন্য স্থানে যাতায়াত করার জন্য কখনো ঘোড়ায়, কখনো উটে, আবার কখনো খচ্চরে এবং কখনো গাধায় চড়তেন বা আরোহণ করতেন তবে মাঝে মাঝে তিনি পায়ে হেঁটেও যাতায়াত করতেন।
- তিনি মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের কর্ম ব্যতীত এবং নিজের ও পরিবারের মঙ্গলদায়ক কর্ম ছাড়া আর সদাচরণ ও কল্যাণকর কাজ ব্যতিরেকে অকারণে ও নিষ্প্রয়োজনে সময় নষ্ট করতেন না।

উপসংহার

প্রকৃত ইসলাম এমন একটি মহান ধর্ম যে, সেই ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক যদি প্রকৃত ইমানদার মুসলিম ব্যক্তি নিজেকে পরিচালিত করতে পারে, তাহলে তাকে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম এই পৃথিবীতে আরামদায়ক ও সুখময় সুন্দর জীবন প্রদান করবে এবং পরকালে পরমানন্দের পবিত্র ধাম জান্নাতে বা স্বর্গে চিরস্থায়ী সুখের জীবন প্রদান করবে।

সেইরূপ প্রকৃত ইসলাম এমন একটি মহান ধর্ম যে, সেই ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক যদি প্রকৃত ইমানদার মুসলিম সমাজ চলতে পারে, তাহলে সেই সমাজকে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম প্রদান করবে সব ধরণের উন্নতি, অগ্রগতি, সুখ, সমৃদ্ধি, সামাজিক ঐক্য বা সংহতি, শান্তি এবং নিরাপত্তা।

সুতরাং হে সম্মানিত নব মুসলিম ভাই/বোন আমার! প্রকৃত ইসলাম ধর্মে নতুনভাবে প্রবেশ করার জন্য আমরা আপনাকে আন্তরিক অভিনন্দন, শুভেচ্ছা ও শুভ কামনা জানাই। আসলে প্রকৃত ইসলাম ধর্ম হলো আপনার জন্য আপনার পরম প্রতিপালক প্রকৃত উপাস্য মহান আল্লাহর একটি বিরাট অনুগ্রহ। তাই আপনি আপনার সাধ্যমতো এই সত্য সঠিক ধর্মের মতবাদ বা আকীদা, বিধিবিধান, আদবকায়দা, আচার ব্যবহার এবং চালচলনের নিয়মকানুন ইত্যাদির জ্ঞান লাভ করুন এবং আপনার জীবনের সমস্ত শাখাপ্রশাখায় ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই জ্ঞান বাস্তবায়িত করুন।

আর এর প্রভাব অবশ্যই আপনার বাস্তব জীবনে পড়বে। এবং এরই মাধ্যমে কিভাবে আপনি একজন ন্যায়পরায়ণ ও সৌভাগ্যবান মানুষ হিসেবে সুখময় জীবনযাপন করছেন আর আপনার আশপাশের সবাই তথা আপনার পিতামাতা, স্ত্রী, সন্তান, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব এবং যারা আপনার সাথে কারবার করছে বা আদানপ্রদান করছে, তারা সকলই আপনার এই নতুন জীবন পদ্ধতিতে আনন্দিত ও খুশি হচ্ছে, সেই সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলামের কারণে, যে সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলাম আপনি গ্রহণ করেছেন; যেহেতু এরই মাধ্যমে মহান আল্লাহ আপনাকে সম্মানিত ও সৌভাগ্যবান করেছেন এবং তাঁর মনোনীত পথে পরিচালিত করেছেন।

এই পুস্তিকাটি আপনার জন্য প্রকৃত ধর্ম ইসলামের বিধিবিধান জানার পথের সূচনা। এরপর, আপনাকে আপনার উপকারী আরো জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে এবং সৎকর্ম করতে হবে আর আপনার আত্মশুদ্ধির জন্য এবং আপনার হৃদয়কে পরিশুদ্ধ করার জন্য আপনাকে তৎপর থাকতে হবে আর প্রয়াস করতে হবে।

প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষার বিষয়ে আপনার জ্ঞান যতো বেশি হবে এবং সেই জ্ঞান মোতাবেক আপনার সৎকর্ম যতো বেশি হবে, ততোই আপনি আপনার প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নিকটবর্তী হতে পারবেন এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারবেন।

তাই আপনি পবিত্র কুরআনের প্রতি মনোযোগী হবেন, পবিত্র কুরআনের জ্ঞান লাভ করবেন, পবিত্র কুরআন পাঠ করবেন এবং পবিত্র কুরআনের উপদেশগুলির জ্ঞান লাভ করার জন্য ঐকান্তিকভাবে গভীর মনোযোগের সাথে গভীর চিন্তা ও অনুধাবন করবেন এবং তার শিক্ষার আলোকে জীবন পরিচালিত করবেন। এবং আল্লাহর বার্তাবহ রাসূল বিশ্বনাবী মুহাম্মাদ [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর জীবনচরিত ও তাঁর জীবন পদ্ধতি পড়ুন। যেহেতু তিনিই আপনার প্রকৃত আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তি। আর তিনিই এমন এক ব্যক্তিত্বের অধিকারী যে, মহান আল্লাহ আপনাকে তাঁরই সমস্ত আদেশ ও শিক্ষা মেনে চলার উপদেশ প্রদান করেছেন। সুতরাং তাঁকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির মর্যাদা যতোই উচ্চ হোক না কেন, তার উপদেশ যদি পবিত্র কুরআন এবং নির্ভরযোগ্য হদীসের সমর্থনে হয়, তাহলে তা গৃহীত হবে, নচেৎ তা বর্জনীয় হবে। প্রকৃত ইসলাম ধর্মের বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করবেন না। এবং আপনার মুসলিম ভাইদের সাথে ঝগড়া বিবাদ বা বিরোধ ও তর্কাতর্কি করবেন না।

মহান আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করি: তিনি যেন আমাদের জীবনে এবং আপনার জীবনে সফলতা প্রদান করেন এবং প্রকৃত ইসলাম ধর্মের প্রতি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার অবস্থায় এবং তাঁর সন্তুষ্টি লাভের সহিত তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার ও মৃত্যুবরণ করার সৌভাগ্য প্রদান করেন।

والحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اتبعه إلى يوم الدِّين.

অর্থ: আর সকল প্রশংসা সব জগতের পরম প্রতিপালক মহান আল্লাহরই জন্য। এবং আমাদের নাবী মুহাম্মাদ ও তাঁর পরিবার-পরিজন, তাঁর সাহাবীগণ বা তাঁর সহচারীগণ আর সঠিক পন্থায় কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর অনুসরণকারীদের প্রতি অতিশয় সম্মান ও শান্তি অবতীর্ণ হোক।

OsoulCenter
www.osoulcenter.com

বিভিন্ন ভাষায় ইসলামের
বিষয়ে আলোচনা করুন

ইসলাম সম্পর্কে আরও
তথ্যের জন্য

যে ব্যক্তি প্রকৃত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে এবং নিঃসন্দেহে প্রকৃত ইসলাম ধর্মের শিক্ষা মোতাবেক নিজের জীবনকে ভালোভাবে পরিচালিত করবে, সে ব্যক্তি এমন সুখময়, মঙ্গলময়, শান্তিময় এবং কল্যাণময় জীবন লাভের পথে পরিচালিত হবে যে, সেই পথ হবে সুস্পষ্ট এবং সেই পথের মাধ্যমে সে এমন প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা সত্য উপাস্য মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারবে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং এই জগতে তাকে অস্তিত্ব প্রদান করেছেন।

প্রকৃত ইসলাম ধর্ম নিঃসন্দেহে মানুষকে ইহকাল এবং পরকালে মৃত্যুবরণের পরে সুখময়, মঙ্গলময় এবং সফল ও সার্থক জীবন প্রদান করার জন্য এসেছে। তাই তাকে মহান আল্লাহ পরকালে পরম সুখ ও পরমানন্দের পরম পবিত্র ধাম জান্নাত বা স্বর্গ প্রদান করবেন আর সেখানে সে অনন্তকাল পরম সুখ ভোগ করবে।

আর সকল জাতির মানব সমাজের প্রতি সত্য সঠিক ধর্ম প্রকৃত ইসলামের উত্তমরূপে অনুসন্ধান করা, তার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা এবং তাতে একনিষ্ঠতার সহিত প্রবেশ করা একান্ত কর্তব্য আর তার শিক্ষা মোতাবেক জীবন পরিচালিত করা অপরিহার্য দায়িত্ব। এই একান্ত কর্তব্য আর অপরিহার্য দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে তারা ইহকাল এবং পরকালে সর্বকল্যাণ ও সর্বসুখের অধিকারী হতে পারবে।

osoulcenter
www.osoulcontent.org.sa
ওসুল স্টোরের মাধ্যমে এই বইটি এবং
আরো অন্যান্য বই ডাউনলোড করার জন্য
osoulstore.com
OSOUL STORE